www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ইলিশের আগমনী
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১০ আষাঢ় – ১৬ আষাঢ়, ১৪২৩ ঃ ২৫ জুন – ১ জুলাই, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 35, 25 June - 1 July, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কোর ব্যাঙ্কিং চালু হওয়ায় ডাকঘরের শাখাগুলিতে গ্রাহক পরিষেবা ব্যাহত

সব্যসাচী সান্যাল

দেশের ডাকঘরের বিভিন্ন শাখাগুলিকে একত্রে যুক্ত করে কোর ব্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে গ্রাহক পরিষেবা চালু করা মোদি সরকারের এক যুগান্তকারী প্রয়াস। পোস্টাল পেমেন্ট ব্যাঙ্ক পুরোপুরি লাগু হলে দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে আর্থিক লেনদেন করা সুবিধা হবে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে অভিন্ন নীতি নিয়ে এই ধরণের ব্যবস্থা কখনই সম্ভব নয়। প্রত্যন্ত গ্রামেও ডাকঘরের শাখা অফিসের পরিষেবা পাওয়া যায় যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কোনও অস্তিত্ব দেখা যায় না। কিন্তু ডাকঘরের সমস্ত শাখা অফিসগুলিতে কোর ব্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে গ্রাহক পরিষেবা চালু করার সমস্যা অনেক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পরিষেবা দেশের সীমিত অংশে সীমাবদ্ধ। তার ওপর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশিক্ষিত কর্মচারি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাঠামো এই সংস্থাগুলিতে গড়ে উঠেছে যার ফলে কম্পিউটার লিঙ্কের সমস্যার দরুণ লেনদেন করার বিকল্প ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে তৈরি থাকে। পোষ্ট অফিসে স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষমতা না থাকায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন মন্ত্রালয়ের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুবাদে দৈনন্দিন নানাবিধ সমস্যার সবসময় সমাধান হয়ে ওঠে না। ডাকঘরের বিভিন্ন সমস্যা রাজ্যের বিভাগীয় প্রধান চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেলের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর থাকতে হয়। রাজ্যে একসময় বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির রমরমা ব্যবসার জন্যে ডাকঘরের ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে টাকা রাখার ঝোঁক সাধারণ মানুষের অনেকটা কমে গিয়েছিল। এখন আবার মানুষের ডাকঘরের উপর নির্ভরশীলতা এবং সমস্ত সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে টাকা রাখা শুরু হয়েছে। এর ফলে ডাকঘরের শাখাগুলিতে ব্যাপক ভিড় হচ্ছে। ডাকঘরের সমস্ত শাখাগুলিতে এরকম ব্যাপক কোর ব্যাঙ্কিং প্রথা চালু করার আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়ের ডাকঘরের বর্তমান কাঠামোর মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল। এর সাথে সেরকম আর্থিক বাজেট তৈরি করে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কম্পিউটার, প্রিন্টার, জমা প্রকল্পের সার্টিফিকেট, উপযুক্ত সংখ্যায় প্রশিক্ষিত কর্মচারি নিয়োগ, কম্পিউটার লিঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতি করা সর্বাগ্রে নজর দেওয়া উচিত ছিল। সমস্ত বিষয়গুলির সঠিক চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে বর্তমান পরিকাঠামোয় কোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার দরুণ ডাকঘরের শাখা অফিসগুলির কাউন্টারের সামনে অযথা ভিড় সৃষ্টি হচ্ছে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করার জন্য প্রবীণ মানুষদের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এবং সমস্যার আসু সমাধান সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রীর ডাকঘর কর্তৃপক্ষকে ডেকে নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে ডাকঘরের পরিষেবা নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ধমক দেওয়া এবং ডাক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেওয়ার সতর্কীকরণ করাকে কেন্দ্র করে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে ডাকবিভাগের কর্মচারিদের মনের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ ডাকবিভাগের সমস্ত শ্রেণির কর্মচারিদের দিনে ১০-১২ ঘন্টার হাড়ভাঙা খাটুনি এবং পরিষেবা চালু রাখার ঐকান্তিক প্রয়াস সবসময় কার্যকরী হয়ে উঠছে না। তুল্যমূল্য বিচার করলে রাজ্য সরকারের অনেক বিভাগের থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থাগুলির গ্রাহক পরিষেবার মান অনেক উন্নত। ডাকবিভাগের কাজকর্ম বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ের অধীনে থাকার জন্যে রাজ্যের ডাকঘরের আধিকারিকদের পরিষেবা সঠিকভাবে দেওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে খামতি থেকে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ের অধীন ডাকবিভাগের কার্যপদ্ধতির উপর সঠিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশেষ করে পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য রাজ্যের ডাকঘরের শাখাগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কম্পিউটার, উপযুক্ত সংখ্যায় কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত কর্মচারি নিয়োগ, লিংক ব্যবস্থা উন্নত করার কার্যকরী পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর সাথে সাথে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রীর ফতোয়া জারি না করে সমস্যার গভীরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ের সাথে সমন্বয় করে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া দরকার। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে কি করে সাধারণ মানুষের হয়রানির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার উপায় বার করা এখনই প্রয়োজন।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মমতা ক্ষমতায় আসার পর নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

মানুষের স্বার্থে। এবার নারদ স্টিং অপারেশনের তদন্তের নির্দেশ দিলেন তিনি। নারদ কর্তাকে ইতিমধ্যে তলব করেছে পুলিশ।

রবিবার : রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান গভর্নর রঘুরাম রাজন

আগামী সেপ্টেম্বরে ছাড়তে চান পদ। বলেছেন এবার তিনি পড়াশুনার জগতেই ফিরে যাবেন। কিন্তু এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে।

সোমবার : বাংলাদেশে চলছে সংখ্যালঘু নিধন। সন্ন্যাসীরাও

সেখানে আক্রান্ত। তবে হাসিনা সরকারের কার্যকলাপে খুশি ভারত।

মঙ্গলবার : এবার ভারত খোলা হাট। প্রতিরক্ষা, অসামরিক

পরিবহন, ওষুধ প্রভৃতিতে বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দিল কেন্দ্র। অর্থনীতিবিদরা এতে খুশি।

বুধবার : সলমনের পিছু ছাড়ছে না বিতর্ক। এবার নিজের খাটনির

কষ্ট মেয়েদের ধর্ষণের কষ্টের সঙ্গে তুলনা করে মহিলা মহলে ধুন্ধুমার ফেলে দিয়েছেন সলমন।

বৃহস্পতিবার : ইসরো রোজই চমকে দিচ্ছে। এবার দেশ বিদেশের

২০টি উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ইসরোর বিজ্ঞানীরা।

শুক্রবার : ফের এসএসকেএম-এ জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন বুঝিয়ে দিল সরকারি হাসপাতালগুলিতে

নিরাপত্তা কতটা ঢিলেঢালা। এবার অবশ্য নড়েছে সরকার। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সিআইডির জালে নারী পাচারের পান্ডা

মেহেবুব গাজী

আন্তঃরাজ্য নারী পাচার চক্রের অন্যতম পান্ডাকে শনিবার গভীর রাতে উস্তির সংগ্রামপুরের সরাচি থেকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। সিআইডি সূত্রের খবর, ধৃত বাবু ওরফে সামিম হোসেন মোল্লা উস্তির জাহাঙ্গীরগড়ের বাসিন্দা। মগরাহাটের ছাত্রীকে পাচার করে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় বাবুকে খুঁজছিল সিআইডি-র গোয়েন্দারা। রবিবার দুপুরে ধৃত বাবুকে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ছাত্রীকে পাচার ও বিক্রি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আগেই ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা আসলাম ওরফে জব্বারকে গ্রেপ্তার করেছিল উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ থানার পুলিশ। পরে সিআইডি জব্বারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করে বাবুর নাম জানতে পারে। তদন্তে নেমে সিআইডি-র গোয়েন্দারা জানতে পারেন, ছাত্রীকে পাচার করে মোটা টাকায় নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার পরে গা ঢাকা দিয়ে মুম্বইতে এমব্রয়ডরির কাজ করছিল বাবু। আত্মীয়দের মোবাইল ফোন ট্র্যাপ করে কয়েকদিন আগে বাবুর এলাকায় ঢোকার খবর পায়। সেই সূত্র ধরে এদিন গভীর রাতে বাবু ওরফে সামিম হোসেন মোল্লাকে গ্রেফতার করে।

কে এই বাবু? সিআইডি সূত্রের খবর, কম বয়স থেকেই পাচার চক্রে হাত পাকায় বছর সাতাশের বাবু। এই যুবকের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার, মগরাহাট, ডায়মন্ড হারবার, রায়দিঘি, ঢোলাহাট, কুলতলি, ক্যানিং, ফ্রেজারগঞ্জের পাশাপাশি নোদাখালি ও মেটিয়াব্রুজ এলাকায় একাধিক গোপন ডেরা রয়েছে। এলাকা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাম ও পরিচয় বদলে

ফেলত বাবু। কখনও সেলিম, আবার কখনও রহিম, সোনা, মধু, রাহুল ও বিজয় নামেও পরিচয় দিত সে। জেলার একাধিক থানায় নারী পাচারের অভিযোগ রয়েছে এই বাবুর বিরুদ্ধে। আগে সংগ্রামপুর লাগোয়া মন্দিরবাজার থেকেই এই পাচার চক্র চালাত সে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় কম বয়সি মেয়েদের টার্গেট করতে মোটা টাকার বিনিময়ে এলাকা ভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ এজেন্টদের মাধ্যমে পাচার সাম্রাজ্যের বিস্তার করেছিল বাবু। এই মেয়েদের নিয়ে বিহার হয়ে ভিন রাজ্যের নিষিদ্ধ পল্লিতে পাচার করত। একসময় যে সমস্ত মেয়েরা বাবুর হাত ধরে পাচার হয়েছিল তারাই এখন বাবুর তুরুপের তাস। এই সমস্ত মহিলরা ভিন রাজ্যের বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গোয়েন্দাদের অনুমান, তারাই এখন বাবুর হয়ে কাজ করছে। বছর আড়াই আগে বাবু পাচারের অভিযোগে পুলিশের জালে ধরাও পড়ে। বেশ কিছুদিন জেলে থাকার পর জামিনে ছাড়া পেয়েছিল। কিন্তু ফের মগরাহাটের বেলগাছিয়ার স্কুল ছাত্রীর অপহরণ ও পাচারের ঘটনায় বাবুর নাম উঠে আসায় তদন্তে নামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তদন্তভার নেয় সিআইডি। তদন্তে নেমে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থানার পুলিশের থেকে অন্যতম অভিযুক্ত ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা আসলাম ওরফে জব্বারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করে সিআইডি। তারপর থেকে বাবুর খোঁজ শুরু করে সিআইডি-র গোয়েন্দারা। শনিবার গভীর রাতে গ্রেপ্তারের পর বাবুকে জেরা করে তদন্তকারী অফিসারেরা জানতে পারেন দেড়লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাবু ছাত্রীকে আসলামের কাছে বিক্রি করে দেয়। মগরাহাটের কলস হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ত নির্যাতিতা। ২০১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর চিকিৎসার জন্য মেজো বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে এসেছিলেন বছর সতেরোর ছাত্রী। দুপুরে ননদকে হাসপাতালের বাইরে রেখে হাসপাতালের ভেতরে চিকিৎসকের চেম্বারে ঢোকেন বৌদি। চেম্বার থেকে বেরিয়ে বৌদি আর খুঁজে পাননি কিশোরী ননদকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিপাকে সীমান্তের চোরাচালানকারীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তরণ ঘটল। মানুষের বিপুল সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশার পারদ যে চড়েছে, সে খবর মুখ্যমন্ত্রী ভালই বুঝেছেন। আর তাই দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মন্ত্রী আমলাদের

কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠারেঠোরে। দিয়েছেন প্রয়োজনমতো নির্দেশও। সেই রকমই এক নির্দেশ হল, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্তের সমস্যা সমাধানে জেলা পুলিশের তৎপরতা। যা অক্ষরে অক্ষরে পালনের সম্মতিও জানানো হয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলেই সলিল সমাধি মানবজাতির

নির্মল গোস্বামী

আগামী ভবিষ্যতে যদি বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে তা হবে জলের জন্য। স্বাদু পানীয় জলের দখল নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ হবে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে জলের চাহিদা যে ভাবে বাড়ছে তার সঙ্গে যোগান কম। এবং সর্বোপরি জলের অপচয় রোধের জন্য আজ পর্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। সরকারে কোনও নির্দিষ্ট জল নীতি নেই। যেমন কৃষি নীতি, বিদ্যুৎ নীতি, শিল্প নীতি ঘোষণার মাধ্যমে একটা সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তেমন কোনও ঘোষিত জলনীতি না থাকার ফলে জনগণও এ বিষয়ে অন্ধকারে আছে। এতদিন জল এতটাই সহজলভ্য ছিল যে জল নিয়ে কিছু বলার বিষয় ছিল না। তাছাড়া জল এত স্পর্শকাতর বিষয় যে জল নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল মাথা ঘামাতে চায় নি। কারণ হিতে বিপরীত হবার ভয়। শুধু পানীয় জলের সমস্যা বললে আংশিক বলা হবে। আমাদের খাদ্যের জন্য কৃষি কাজে যে জল ব্যবহৃত হয় তারও সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিস্তার জল, ব্রহ্মপুত্রের জল নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের কথা সকলেরই জানা। আমাদের রাজ্যে কৃষিকাজের জন্য জলের ঘাটতির চিত্রটা সেচ দফতর সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে সকলেই সহজে অনুমান করতে পারবে।

২০০০ সালে জলের চাহিদা ছিল ১০.৮৫ (মিলিয়ান হেঃ মিঃ) জোগানের ঘাটতি ছিল ৩৮ শতাংশ। ২০১১ সালে চাহিদা ছিল ১৩.০২ (মিলিয়ান হেঃ মিঃ)। জোগানের ঘাটতি ছিল ৪৮ শতাংশ। ২০২৫ সালে চাহিদা হবে ১৬.৬০ (মিলিয়ন হেঃ মিঃ)। ঘাটতি হবে ৫৯ শতাংশ। জীবন যাপনের প্রাথমিক উপকরণ। ফলে চাহিদা অনুযায়ী যদি জলের জোগান না থাকে তাহলে প্রতি পদে পদে জীবন ধারণ বা যাপন হোঁচট খাবে। এই যে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারতের ডাক দিয়েছেন। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সাফল্যের অন্যতম উপাদান হল জল। জল না হলে তৈরি শৌচালয় ব্যবহার করবে কি করে। হাতের ময়লা, দেহের ময়লা দূর করতে চাই বিশুদ্ধ জল।

এই যে জল অপচয়ের বিরুদ্ধে তেমন জোরালো ভাবে আওয়াজ না ওঠার একটা কারণ হল আমাদের নেতাদের শহরে বাস। যারা নীতি প্রণয়ন করবে তারা এই শহরের বাসিন্দা। জলের অভাবের সঙ্গে তারা ভুক্তভোগী নয়। তাদের ঘরের বাথরুমে ট্যাপ কল খুললেই জল। ফলে দারুণ

দাবদাহে বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার গ্রামে গঞ্জে জল যন্ত্রণার কথা তাদের জানার কথাও নয়। এই প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা আছে পুরুলিয়ার গ্রামে কাটানোর। তখন শীতকাল তাতেই জলের হাহাকার। গ্রামের একটা ইদারা থেকে জল তুলে ব্যবহার করছে পাড়ার সব লোক। একদিন জল তুলতে গিয়ে দেখা গেল একটা শূকর মরে ভাসছে। সেই জলই তুলতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। দুদিন পরে অবশ্য শূকরটাকে তোলা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ১২৭টি মিউনিসিপ্যাল বা কর্পোরেশনের মাধ্যমে পানীয় ও ব্যবহার্য জল সরবরাহ করা হয়। ভৌম জলের নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেকগুলি আইন আছে। ১৯৯০ সালে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট। ২০০৫ এর দি ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যাক্ট এবং ২০০৬ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট। এই সব আইন দ্বারা জল সুরক্ষা ও অপচয় রোধ করা যায়নি। এই সব আইন তত কড়া নয়। তাই বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিরা আমাদের মাটির তলার জল তুলে আমাদেরই বিক্রি করে মুনাফা করছে। বর্তমানে আর এক বিপদ হল মাটির তলার জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি। আমাদের রাজ্যে ৮টি জেলায় ৭৯ টি ব্লকের জলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে যা পান করলে মানব শরীরে ক্ষতি। প্রায় ১৬.৬ মিলিয়ন মানুষ রাজ্যে আর্সেনিক প্রভাবিত জলের আওতাধীন।

শুধু আর্সেনিক নয় রাজ্যের ৭টি জেলার ৪৩টি ব্লকে মাটির নিজের জলে মাত্রারিক্ত ফ্লোরাইড পাওয়া গিয়েছে। ৮.৩৮ মিলিয়ন মানুষ এর শিকার। অনুরূপভাবে ১৮টি জেলার ২২৫টি ব্লকে আয়রন এবং ৭টি জেলার ১৯টি ব্লকে ফ্লোরাইড পাওয়া গিয়েছে। ফলে এই বঙ্গের মাটির নিচের জল শুধু পান নয় ব্যবহারেও অযোগ্য। এবং এই চিত্র ক্রমে বেড়েই চলেছে। ফলে আমাদের স্বাদু জল পেয় জলের উৎস হল সারফেস ওয়াটার এবং বৃষ্টির জল। নদীর মিষ্টি জল এবং বৃষ্টির জমা জলকে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতে হলে তাকে পরিশুদ্ধ করার বিশাল খরচ সরকারকে বহন করতে হয়। অথচ জল কর সেভাবে নেওয়া হয় না ভোট রাজনীতির জন্য। অপচয় রোধের একমাত্র কার্যকরি পথ হল বিদ্যুতের মতো জলকর বসানো। জনগণ খরচের ভয়ে অপচয় কমাবে। অপর দিকে ক্রমাগত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রচার চালানো প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় খড় বিছিয়ে ভিজিয়ে রাখলে মাসে ৭৫০-১৫০০ গ্যালন জল সঞ্চয় করা যায়। সুইমিং পুল ঢেকে রাখলে, জল বাষ্পীভূত না হলে মাসে ১০০০ গ্যালন জল বাঁচে। জলের পাইপের ফুটো যথাসময়ে সারালে দিনে ২০ গ্যালন জল বাঁচানো যায়। শাওয়ারের ছিদ্র ছোট করলে এবং ২ মিনিট কম চান করলে মাসে ৭০০ গ্যালন জল কম খরচ হয়। এবার আমাদের পুর অনুভূতি জাগ্রত হবে কি?

অশনি সঙ্কেত শেয়ার মার্কেটে

রঘুরাম রাজনের বিদায় ও ভারতীয় বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

অর্থনীতি

এই সপ্তাহের শুরুটা হয়েছিল একটা খারাপ খবর দিয়ে। সেটা হল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের মেয়াদ আর বাড়ছে না। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই তিনি টা টা বাই বাই করে দিচ্ছেন ভারতীয় অর্থনীতির সোপান রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। যে মানুষটি তার সময়কালে ভারতীয় অর্থনীতির চাকা শুধু ঘোরান নি, এদেশের বাজারের প্রতি বিদেশিদের আগ্রহ শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছেন। মুদ্রাস্ফীতির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির দৈত্যকে বোতলবন্দি করেছেন। সুদের হার কমানোর মাধ্যমে ভারতীয় শিল্প সংস্থাগুলির মরা গাংয়ে জোয়ার এনেছেন। সর্বোপরি ডলারের অনুপাতে টাকাকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াসও চালিয়ে গিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই যে মানুষটির এতটাই অবদান ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাকে মেয়াদ শেষের পর আবারও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শীর্ষে দেখতে পাওয়ার আশা করাটাই শ্রেয়। অথচ হল কি সংঘ পরিবারের মদতে সুব্রমণিয়ম স্বামীদের মতো সাংসদের অনবরত কটুক্তি শুনতে হল তাকে। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হলেও ক্ষেত্রবিশেষে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গেও বৈরিতা তৈরি হল স্বল্পভাষী বাগ্মী রাজনের। ফলে শেষমেষ সিদ্ধান্তটা তিনি নিয়েই ফেললেন। যে অনেক হয়েছে, আর নয়। এই প্রতিকূলতা এবং অসম্মানের সঙ্গে সহবাসে অসম্মত হলেন রঘুরাম সাহেব। পরিণামস্বরূপ ভারতীয় অর্থনীতি একটা ভালো জায়গা থেকে আবার ঝাঁকুনি খাওয়ার পরিস্থিতিতে চলে এল। এভাবেই বারংবার ভারতের সমাজ আর রাজনীতি বিপাকে ফেলে সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের। যার ফলে প্রত্যাশার সঞ্চার হয়েও হারিয়ে যেতে হয় ভারতীয় অর্থনীতিকে। সাবেক ধ্যানধারণার জাঁতাকলে ফেঁসে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় বিশ্বায়নের ছোঁয়া লাগা অর্থনীতির।

শেয়ার বাজার যে সম্পূর্ণ আলাদা তা ফের প্রমাণ হল গত ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যগগনে এসে। যে ভারতীয় বাজার গত বছর থেকে টানা পড়তে শুরু করেছিল তা হঠাৎ করেই ভোজবাজির মতো বাড়তে শুরু করেছে নব উৎসাহে। বাজার যখন টানা পড়ছিল তখন অনেকে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে বাজার চলে যেতে পারে ৭ হাজার কিংবা ৬ হাজারের ঘরে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ লগ্নিকারীরা বেজায় চিন্তায় পড়ে যান। অনেকের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায় এবছরটা যদি এতটাই খারাপ যায় তাহলে এখন কেনাবেচা বন্ধ করে হাতে যা মূলধন আছে তা রেখে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখান থেকেই পরিস্থিতি গেল বেমালুম পাল্টে। গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় নিফটির অবস্থান ছিল ৬৮০০–৭০০০–এর মধ্যে। কর গোণা শুরু হয়ে গিয়েছিল, ব্যস এবার সেই অন্তিমকাল উপস্থিত। যার জেরে নিফটি এবং সেনসেক্স–এর মতো দুই হেভিওয়েট সূচক ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকবে। বিশেষ করে বিদেশিরা যেভাবে ক্রমাগত বিক্রি করে চলেছিল তাতে এই সন্দেহের দাবানল গড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক। এখান থেকেই ম্যাজিকের মতো ঘুরে দাঁড়ায় বাজার। তারপর শনি রবি দুটি দিন ছুটি কাটিয়ে যে সপ্তাহটি শুরু হয় সেই ২০ জুন থেকে এই লেখার সময় পর্যন্ত টানা বেড়ে অবশেষে সামান্য নিচে অবস্থান করছে ভারতীয় মার্কেট। এতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইতিমধ্যেই ৮ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে বাজার।

যেভাবে বাজার ‘ইউ টার্ন’ নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিফটি ফের তার পুরনো উচ্চতা অর্থাৎ ৯ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে ‘আপ মুভ’ নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। হতে পারে আগামী দু তিন বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০১৮ কিংবা ’১৯এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

কারণ বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার ‘সিপ’ সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না। অনেক সময় দেখা যায় ফাটকা বা ইন্টার ডে ট্রেডিংয়ের ফলে দিনে দিনে বেশ মোটা লাভ করা সম্ভব হয়। পরেই আবার দেখা যায় একটা ভালো অংশের টাকা খোয়া গিয়েছে ওই একই ফাটকার লোভের কারণে। কোনও অবস্থায় যদি ইন্টার ডে বা ফাটকার খেলায় অংশগ্রহণ করতে হয় তবে এটা মাথায় রাখতে হবে আপনার যেন সেই পরিমাণ অর্থ ‘ব্যাক আপ’ বা তৈরি থাকে সবসময়। আপনি যদি ফাটকার জালে আটকেও যান তবে সেই টাকা দিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্তত সেই শেয়ার ধরে রাখা যায়।

মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে মোদি সরকার দিল্লির গদিতে আসীন হওয়ার পর থেকে আপাতত নির্বিঘ্নে গেলেও ইন্টার ডে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে এই সব উটকো ঝামেলার কথা মাথায় রাখা দরকার। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ জুন – ১ জুলাই, ২০১৬

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিন সামরিক বাহিনীতে ৪১০ তরুণ

কাজের খবর

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি পরীক্ষা ১৮ সেপ্টেম্বর

ট্রেনিং দিয়ে আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে ৪১০ জন অফিসার নিয়োগ করা হবে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করতে পারেন। মেয়েরা আবেদন করবেন না। ১৩৮তম ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং ১০০তম ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি কোর্স শুরু হবে ২০১৭–র ২ জুলাই। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এক্সামিনেশন (২), ২০১৬–এর মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

বাহিনী অনুসারে শূন্যপদ : ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রে মোট ৩৫৫ (আর্মি ২০৮টি, নেভি ৫৫টি, এয়ারফোর্স ৯২টি)। ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের ক্ষেত্রে (ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি) শূন্যপদ ৫৫টি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে আর্মি শাখার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা। যে–কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির এয়ারফোর্স এবং ন্যাভাল ব্রাঞ্চ এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স বা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। উভয়ক্ষেত্রেই যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। **জন্ম তারিখ :** সবক্ষেত্রেই জন্মতারিখ থাকতে হবে ২–১–১৯৯৮ থেকে ২–১–২০০১–এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক : আর্মি ও নেভির ক্ষেত্রে ন্যূনতম উচ্চতা হতে হবে ১৫৭ সেমি, এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। গোর্খারা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। অন্তত ৫ সেমি ফুলিয়ে বুকের ছাতির ন্যূনতম মাপ হতে হবে ৮১ সেমি। আর্মি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি ভালো ও খারাপ চোখে যথাক্রমে ৬/৬ ও ৬/৯ (দূরের) থাকতে হবে, চশমা সহ ৬/৬ ও ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে চশমা থাকলে চলবে না। যাঁদের হাইপারমেট্রোপিয়া শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। আর্মির ক্ষেত্রে মায়োপিয়া ২.৫ডি এবং হাইপারমেট্রোপিয়া (অস্টিগম্যাটিজম–সহ) ৩.৫ ডি–র মধ্যে হতে হবে। রং চেনার ক্ষমতা আর্মির ক্ষেত্রে সিপিথ্রি এবং নেভি ও এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে সিপিওয়ান মানের হতে হবে। নেভির ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হবে চশমা ছাড়া এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯ এবং চশমা–সহ উভয় চোখে ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। মায়োপিয়া মাইনাস ০.৭৫ এবং হাইপারমেট্রোপিয়া প্লাস ১.৫–এর মধ্যে থাকতে হবে। সবক্ষেত্রেই লাল ও সবুজ রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি এবং নিখুঁত শরীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থাকা দরকার। কোনওরকম দৈহিক ত্রুটি এই কাজের প্রতিকূল। এয়ারফোর্সে পাইলটের জন্য বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে অন্তত ৯৯ সেমি (সর্বোচ্চ ১২০ সেমি), থাইয়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে সর্বাধিক ৬৪ সেমি এবং বসে থাকা অবস্থায় উচ্চতা চাই অন্তত ৮১.৫০ সেমি (সর্বোচ্চ ৯৬ সেমি)।

লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এই দুটি বিষয়ে : ম্যাথমেটিক্স (কোড ০১), জেনারেল এবিলিটি টেস্ট (কোড ০২)। ম্যাথমেটিক্স মোট নম্বর ৩০০। জেনারেল এবিলিটি টেস্ট অংশে নম্বর ৬০০। দুটি পর্বেরই সময়সীমা আড়াই ঘন্টা করে। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের। সবশেষে ৯০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। কোড ০২–এর পার্ট ‘এ’ তে ইংরেজি (২০০ নম্বর) ও পার্ট ‘বি’–এ জেনারেল সায়েন্স, হিস্ট্রি, ফ্রিডম মুভমেন্ট, জিওগ্রাফি ও কারেন্ট ইভেন্ট বিষয়ক প্রশ্ন হবে। সবক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে। দুই পর্বে পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে অফিসার ইন্টেলিজেন্স রেটিং টেস্ট, পিকচার পরসেপশন ও ডেসক্রিপশন টেস্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে ইন্টারভিউ, গ্রুপ টেস্টিং অফিসার টাস্ক, সাইকোলজি টেস্ট ও কনফারেন্স। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে তবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

চূড়ান্ত বাছাই প্রার্থীদের প্রথমে ৩ বছরের ট্রেনিং। প্রথম আড়াই বছরের ট্রেনিং সবার ক্ষেত্রে একই। সফলরা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি বা বিএসসি (কম্পিউটার) বা বিএ ডিগ্রি পাবেন। এরপর উইং অনুসারে বিশেষ ট্রেনিং। ন্যাভাল অ্যাকাডেমির বাছাই প্রার্থীদের এঝিমালার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ৪ বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ট্রেনিং শেষে বি টেক ডিগ্রি পাবেন। পেশাদারি ট্রেনিংয়ের সময় মাসে ২১,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। **শুরুতে বেতনক্রম :** ১৫,০০০–৩৯,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা, মিলিটারি সার্ভিস পে, ৬,০০০ টাকা।

এই পরীক্ষার এক্সামিনেশন নোটিশ নম্বর : 10/2016/NDA–II.

কেবলমাত্র অনলাইন আবেদন করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই। দুই পার্টে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জেপিজি ফরম্যাটে ৩–৪০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (জেপিজি ফরম্যাটে ১–৪০ কেবি সাইজের মধ্যে) স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

ফি ১০০ টাকা। নগদে ফি জমা দিতে পারবেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখায়। পার্ট টু রেজিস্ট্রেশনের সময় পে–ইন স্লিপের জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে সেটি পূরণ করে ব্যাঙ্কে ফি জমা দেবেন। পে–ইন–স্লিপের মাধ্যমে নগদে টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪ জুলাই। এছাড়া ভিসা বা মাস্টার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দ্রাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব মাইসোর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুরের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। তফসিলিদের এই ফি দিতে হবে না। কর্মরত সৈনিক, প্রাক্তন জুনিয়র কমিশন্ড, নন–কমিশন্ড এবং অন্যান্য র‍্যাঙ্কের আর্মির কর্মী এবং নেভি ও এয়ারফোর্সের সমতুল র‍্যাঙ্কের কর্মীদের সৈনিক স্কুলে পাঠরত ছেলেদেরও ফি লাগবে না। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : http://www.upsc.gov.in অথবা ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০১১) ২৩৩৮ ৫২৭১/১১২৫ (কাজের দিন বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)।

ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্সে ৭৮

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ

৭৮ জন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড–থ্রি), অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ নেবে ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড। নিয়োগ হবে সংস্থার পাঞ্জাবের ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড। নিয়োগ হবে সংস্থার পাঞ্জাবের নাঙ্গাল ও ভাথিন্ডা, হরিয়ানার পানিপথ, মধ্যপ্রদেশের বিজাপুর ইউনিট, নয়ডার কর্পোরেট অফিস এবং মার্কেটিং ডিভিশনে। ইউনিট, অফিস, ডিভিশন অনুসারে শূন্যপদ : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড–থ্রি) নাঙ্গল ৩টি (সাধারণ), ভাথিন্ডা ৩টি (সাধারণ), পানিপথ ৩টি (সাধারণ), বিজাপুর ৪টি (সাধারণ), কর্পোরেট অফিস ৪টি (সাধারণ ৩, ওবিসি ১), মার্কেটিং ডিভিশন ৩টি (সাধারণ)। অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট : ভাথিন্ডা ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১), পানিপথ ৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১), বিজাপুর ২টি (সাধারণ), কর্পোরেট অফিস ৪টি (সাধারণ ৩, ওবিসি ১), মার্কেটিং ডিভিশন ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)।

মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ : শূন্যপদ ৩০টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। নিয়োগ হবে শুধু মার্কেটিং ডিভিশনে।শিক্ষাগত যোগ্যতা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড–থ্রি) পদের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে বি কম ডিগ্রি। মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ পদের ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারের বিএসসি ডিগ্রি। বয়স : ১৯–৭–২০১৬ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড–থ্রি) ও অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯,০০০–১৬,৪০০ টাকা। মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ পদের ক্ষেত্রে ৯,৫০০–১৯,৫০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ভোপাল, চন্ডীগড়, দিল্লি, লখনউ, পানিপথ ও গোয়ালিয়রে। ১৫০টি অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। ১০০টি প্রশ্ন হবে প্রার্থীর নিজস্ব বিষয় থেকে। ৫০টি প্রশ্ন সবার ক্ষেত্রেই এক। এক্ষেত্রে ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং এবং জেনারেল নলেজ বা জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের প্রশ্ন হবে। অনলাই দরখাস্ত করতে হবে ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.nationalfertilizers.com অনলাইন দরখাস্তের মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, ডিগ্রি সার্টিফিকেট এবং তফসিলি বা ওবিসিদের ক্ষেত্রে কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট ও পাসপোর্ট মাপের ফটো আপলোড করতে হবে। ফি বাবদ ২০০ টাকা অনলাইনের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ওয়েবসাইটেই পেমেন্ট গেটওয়ে পাবেন। তফসিলিদের ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়ার পরে ই–রিসিপ্ট ও রেজিস্ট্রেশন স্লিপের প্রিন্ডআউট নিয়ে নেবেন। দরখাস্ত সাবমিট করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ সিস্টেম জেনারেটেড প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন স্লিপের প্রিন্ট আউট নেবেন। পরে দরকার হবে। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সাইক্লোন মোকাবিলার মহড়া

সোনামনি কুঁতি

রাজ্যে বর্ষা ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু হয়ে গেল বন্যা প্রতিরোধের উদ্যোগ। গত বছর বন্যায় ফলতা ও সুন্দরবন সহ বিভিন্ন এলাকায় ভরাডুবি অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এবছর আগে থেকেই দুর্যোগ মোকাবিলার অস্ত্র ফলতাবাসীর হাতে তুলে দিল জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। গত ১৭ জুন শুক্রবার ফলতা কেল্লার পাশে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের পক্ষ থেকে একটা মহড়া আয়োজন করা হয়। সাইক্লোন অপারেশন–এর ওপর মক ড্রিল উপস্থাপন করে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন ফলতা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার অভিজিৎ সরকার, জয়েন্ট ডিরেক্টর সঞ্জয় দাস, ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টর দেবাশিস নন্দী, ডায়মন্ড হারবারের এসডিও শান্তনু বসু, ফলতা ব্লক সভাপতি মঞ্জু নস্কর এবং ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন লাইন ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য আধিকারিক ও স্থানীয় লোকজন।

সকল ১০টায় সাইক্লোনের ওপর প্রথম ৪০ মিনিট ও দ্বিতীয় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটের দুটি অপারেশন দেখানো হয়। হঠাৎ সাইক্লোন অথবা কোনও ভয়াবহ ঝড়ের সাথে মোকাবিলা করার সাহস এবং শিক্ষা দেওয়া হয় মহড়া থেকে। মানুষের ওপর গাছ পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করা এবং দুর্যোগগ্রস্ত জনগণকে পরিষেবা দেওয়া ও সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়। বিপর্যয়ের সময় কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় তা নিয়ে হাজির ছিলেন

হ্যাম রেডিওর সদস্যরা।

ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক শান্তনু বসু বলেন বন্যায় বহু মানুষ ঘর ছাড়া হয়। এদের অনেকের জীবনহানির আশঙ্কা থাকে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং আগে থেকে যথাসম্ভব সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অফিসার অভিজিৎ সরকারের কথায় মহড়াটি অত্যন্ত সফলতা পেয়েছে এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে।

আগামী মাসে বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনাতেও এরকম আরও মহড়া আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ফলতা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দফতর গঙ্গাসাগর মেলাতেও পুণ্যার্থীদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকে। অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের দায়িত্বে ছিলেন আফতাব আলম ও শ্যামল জাটুয়া।

দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া–ব্যান্ডেল, হাওড়া–কাটোয়া এবং হাওড়া–বর্ধমান (মেন) শাখার একটি গুরত্বপূর্ণ স্টেশন থেকে হুগলি স্টেশন, দৈনিক হাজার হাজার যাত্রী সাধারণ যাতায়াত করেন এই প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। কিন্তু এই গরমে প্ল্যাটফর্মে একটিও পাখা না থাকার ফলে নাজেহাল স্টেশনের যাত্রীরা। গত বুধবার প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে থেকে দেখা গেল আপ–ডাউন প্ল্যাটফর্মের কোনওটাতেই একটিও পাখা লাগানো নেই। এই গরমে হুগলির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে কেন পাখা লাগানো নেই তা স্টেশনের স্থায়ী দোকানদার এবং স্থানীয় বাসিন্দা কমল ঘোষ, সীমা মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন বছর দেড়েক আগেও প্ল্যাটফর্ম জুড়ে কমবেশি বেশ কয়েকটি পাখা লাগানো থাকলেও এখন আর নেই। পাখাগুলি দেড়বছর আগে খুলে নিলেও সেই পাখা আর লাগানো হয়নি বলে জানান তারা। এই নিয়ে অনেকবার স্টেশন মাস্টারকে জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তাই আর এ বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না স্থানীয় দোকানদাররা বলে জানান কমল এবং সীমা দেবী। কমলবাবু আক্ষেপ করে বলেন হুগলিতে কলেজ, স্কুল, সরকারি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অফিস কাছারি রয়েছে, ফলে নিত্য ভিড় লেগেই থাকে স্টেশন চত্বরে। তুলনায় চুঁচুড়া, মানকুন্ডুতে সারা প্ল্যাটফর্মেই পাখা লাগান রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, অথচ হুগলির স্টেশনে আপলাইনে একটি ছাড়া বাদবাকি সমস্ত প্যাটফর্ম ফাঁকা পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ কমল ঘোষের।

বাড়িতে অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মায়ের চল্লিশা উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলার দেউচা গ্রামে নিজের বাড়িতে এল বর্ধমান জেলার খাগড়াগড় বিস্ফোরণের অন্যতম অভিযুক্ত আবদুল হাকিম। গত ১৯ জুন রবিবার চারজন এনআইএ অফিসার এবং প্রচুর পুলিশসহ আবদুলকে আনা হয় দেউচায়। আবদুলের বর্তমান ঠিকানা আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। যদিও ছেলের কাজ কিছুই জানেন না বলে সংবাদ মাধ্যমের কাছে দাবি করেন আবদুলের বাবা। বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণে এনআইএ গ্রেপ্তার করেছিল বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারের দেউচা গ্রামের যুবক আবদুল হাকিমকে। প্রসঙ্গত খাগড়াগড় কাণ্ড রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই গোটা দেশে যথেষ্ট হইচই ফেলে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা হঠাৎ করেই জাতীয় গণমাধ্যমের নকশায় উঠে এসেছিল। সেই কাণ্ডের জের অর্থাৎ আতঙ্ক এখনও রয়েছে বর্ধমান বা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে। তাই অভিযুক্তের বাড়ি ফেরাও খবর।

বেহাল গদাখালি ব্রিজ, নজর নেই কারো

নিজস্ব প্রতিনিধি: বজবজ ২ নম্বর সমিতির অধীনস্থ ডোঙারিয়া রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে গদাখালি খালের উপর একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণ হয় ১৯৭৮ সালে। নদীর বাঁকের উপর আগে বাঁশের সাঁকো ছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিবাবুর নির্বাচনী এলাকায় প্রথম উন্নয়নমূলক কাজের নিদর্শন হল এই গদাখালির ব্রিজ নির্মাণ। নদীর বাঁধ বরাবর তখন কাঁচা রাস্তা ছিল। মূলত ভ্যান রিকশা ও ছোটখাটো মালবাহী যান চলাচলের উপযোগী করে তৈরি হয় এই ব্রিজ। ২০১৩ সালে নার্বাডের গ্রামীণ উন্নয়ন তহবিল থেকে ৪০০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বুড়ুল বাস স্ট্যান্ড থেকে রায়পুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ৬.৯৫ কিমি ব্লাক টপ ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়। এর ফলে রায়পুর থেকে বালি, স্টোন চিপ বোঝাই বড় বড় ছয় চাকার লরি মাল নিয়ে ওই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করছে। বুড়ুল থেকে রায়পুর পর্যন্ত অটো চলে। অতি সম্প্রতি বুড়ুল থেকে বজবজ পর্যন্ত ম্যাজিক গাড়ি চালু হয়েছে। যাত্রী বোঝাই গাড়ি ওই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করছে। প্রায় ৪০ বছরের পুরনো কমজোর ব্রিজ। যার লোড বহন ক্ষমতা মধ্যম মানের ছিল বর্তমানে তা ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত। তার উপর দিয়ে মালবোঝাই বড়, মধ্যম যান চলাচল করছে। যাত্রী বোঝাই ম্যাজিক চলছে। যে কোনও মুহূর্তে ব্রিজ ভেঙে বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং এই ব্যস্ত সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তাই অতি সত্বর ব্রিজটি যাতে পুনর্নির্মাণ করা যায় তার দাবি জানান স্থানীয় জনসাধারণ। সংশ্লিষ্ট প্রশাসন যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এলাকার জন সাধারণ বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই দেয় তার আবেদন জানায় স্থানীয় মানুষ।

বীরভূমের টুকিটাকি

● বড়শাল গ্রামে সাপের কামড়ে মৃত সুমিত লেট (১৩)।

● নিরাময় মোড়ে বস্তা ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়ায়।

● বাতাসপুর গ্রামের উত্তম মন্ডলের বাড়ি থেকে প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার করল পুলিশ।

● ১০–০ ভোটে হেরে অপসারিত হল সেকেন্ডডা পঞ্চায়েতের প্রধান সাকিলা বিবি। পঞ্চায়েতের দখল নিল তৃণমূল।

● ১৭ জন লাভপুরে বাজ পড়ে মৃত জিতু কাহার।

● লোকপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরি।

● ১৮ জন চিনপাই পঞ্চায়েতের মুথাবেড়িয়া গ্রামে মা মনসা পুজো।

● অঙ্গারগড়িয়া পঞ্চায়েতে তৃণমূলের আনা অনাস্থা প্রস্তাব স্থগিত।

● আষাঢ় মাসের প্রথম রবিবার উপচে পড়ল ভিড় বেলে গ্রামে। বিভিন্ন উপশমের ওষুধ দেওয়া হয় বীরভূম জেলার বেলে গ্রামে। ট্রেনে বাসে উপচে পড়ল ভিড়।

● কাঁকরতলা থেকে বাবুইজোড় পর্যন্ত রাস্তা বেহাল।

● যানজট থাকায় অনেক বাস চিনপাই বাইপাস দিয়ে যায়।

● ফরেনসিক চিকিৎসক না থাকায় ১৭ জুন ময়নাতদন্ত হল না মহম্মদ বাজারের খুন হওয়া দুই বোনের।

পথের কাঁটা সরাতে বটি দিয়ে নৃশংস খুন দুই মেয়েকে

অভীক মিত্র

মায়ের অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করেছিল বড় মেয়ে। তাই পথের কাঁটা সরাতে প্রেমিকের সহায়তায় ভরসন্ধ্যায় বটি দিয়ে নৃশংস খুন দুই মেয়েকে। মৃতদের নাম সুস্মিতা সাধু, পুষ্পিতা সাধু (১১)। মহম্মদ বাজার সুধাকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল বড়মেয়ে সুস্মিতা এবং ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছোটমেয়ে পুষ্পিতা। মৃতদের বাবা দেবাশিস সাধু চক্রধরপুর রেলে কর্মরত। মহম্মদবাজার বাসস্ট্যান্ডের কাঁইজুলি রাস্তার কাছে বাড়ির ১৬ জুনের ঘটনা। পুষ্পিতার মৃতদেহের পাশে ভাতের থালা ছিল। ঘরের ভেতর থেকে রক্তাক্ত বটি, চটি পাওয়া গিয়েছে। বাড়ির নিচের তলায় দোকান ও কম্পিউটার সেন্টার ছিল। বাড়ির দোতলার একপাশে দেবাশিসবাবুর পরিবার ও অন্যদিকে মাকে নিয়ে থাকত ভাই। দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া ছিল না। ঘরে ছিল চাপ চাপ রক্তের দাগ। বিকাল পাঁচটায় বেড়িয়ে সন্ধ্যা ৬টায় ফিরে আসে পায়ে হেঁটে ৬ কিমি দূরের আশ্রম থেকে। দাবি ছিল মৃতদের মা অপর্ণা সাধুর। নিজের দোষ ঢাকতে মৃতদের কাকা, কাকিমার নামে অভিযোগ করে অপর্ণা। প্রথমে পুলিশ তদন্তে নেমে মৃতদের কাকা, কাকিমা, কাকার ছেলে, ঠাকুমা শোভারাণী সাধু, গৃহশিক্ষক মাধব গড়াই, প্রতিবেশি যুবক রাহুল বাগদীকে আটক করে। ঘটনার দিন সকালে গুদাম পরিষ্কার করতে লোক আসে। রাহুলের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল। ফরেন্সিক চিকিৎসক না থাকায় ১৭ জুন সিউড়ি সদর হাসপাতালে ময়না তদন্ত হয় নি। শনিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি গ্রামে পৌছলে উপচে পড়ে ভিড়। গাঁ ভেঙে লোক শেষ চোখের দেখা দেখতে আসে দুই

চাঞ্চল্য মহম্মদবাজারে

বোনের নিথর দেহকে।

স্বামীর রেলের বাইরে চাকুরির সুযোগে আলুন্দার বাসিন্দা চন্ডীচরণ লাহার সাথে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয় অপর্ণা সাধুর। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, মহম্মদবাজার তালতলায় কয়েকমাস আগে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েছিল অপর্ণা ও চন্ডীচরণ। এই সম্পর্ক নিয়ে প্রায়ই বড়ো মেয়ে সুস্মিতার সাথে ঝগড়া হত মায়ের। প্রথম বার আটক করা অপরাধীদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। প্রথম থেকেই অপর্ণা সাধু ও মামা রামপ্রসাদ সাহার বয়ানে অসঙ্গতি মেলে। শেষমেষ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া আশ্রমের সবিতা মাহাড়া, অপর্ণার প্রেমিক চন্ডীচরণ লাহাকে আটক করেছে পুলিশ। অপর্ণাকে টানা ম্যারাথন জেরা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনন্দ রায় ও বীরভূম জেলার সিআইডি অফিসার প্রশান্ত নন্দী। এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির সামনে বসেছে পুলিশ পিকেট। ভয়ের চোটে ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে চাইছে না কেউই। অপর্ণা ঘটনার দিন হঠাৎ করে কেন আশ্রম গেলেন? কেনই বা ৬ কিমি দূরের আশ্রম থেকে পায়ে হেঁটে ১ ঘন্টায় চলে এলেন? মৃতদেহ দেখার পর কেনই বা স্বামীকে জানান নি? সুস্মিতার ফোনের লক পুলিশ খোলায় তদন্তে অনেক অগ্রগতি হয়। এইসব হাজার প্রশ্নের সমাধান খুঁজছে পুলিশ। রাতে বাড়িতে ফোন করে ঘটনার কথা শোনেন বলে দাবি দেবাশিস সাধুর। ৩ জুন গভীর রাতে রামভদ্রপুরে ধর্ষণ করে ছাত্রী খুনের ঘটনায় এখনো গ্রেপ্তার হয় নি কেউই। সেই হিসাবে বলতে গেলে সাফল্যের দিকে অগ্রগতি করছে বীরভূম জেলার পুলিশ। বটি দিয়ে গলার নলি কেটে নৃশংস খুন দুই বোনকে। ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাইছে সর্বোপরি মহম্মদ বাজারের মানুষজন। হারহিম করা ঘটনায় কলঙ্কিত বীরভূম জেলা। একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল অপর্ণার। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে যায় সিউড়ি মহিলা থানার আইসি নন্দিতা সাহা মজুমদার। খুনি অপেশাদার দাবি পুলিশের । রবিবার মুরারই থেকে ধৃত অপর্ণার ঘনিষ্ঠ সুবল মন্ডল। স্নিফার ডগ, ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ কেন ডাকা হলো না সেই বিষয়ে উঠছে প্রশ্ন। অবৈধ সম্পর্কের এই ঘটনা ঘিরে পুরো বীরভূম জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সমাজে এর প্রভাব মারাত্মক বলে ধারণা মনস্তত্ত্ববিদদের।

মহানগরে

আবার পিস হেভেন আপনার বাড়ির আঙিনায়

বরুণ মণ্ডল

আবার আপনার বাড়ির আঙিনায় উঠে এল ‘পিস হেভেন’ ও ‘পিস ওয়ার্ল্ড’। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বেহালাস্থিত কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ বেহালা উত্তরসূরীর কর্মকর্তাবৃন্দ এমন ভাবনা মনে জাগলো কেমন ভাবে? বেহালা উত্তরসূরীর এক নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক কর্মবীর কর্মকর্তা তার ভাবনার ছবি প্রকাশ করে বলেন, ২০১৪–র ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় ক্রিকেটের স্বনামধন্য প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরম শ্রদ্ধেয় পিতার স্বর্গারোহণ হওয়ার পর চন্ডীবাবুর শবদেহ কয়েকদিনের জন্য সংরক্ষণ করতে আমরা দক্ষিণ কলকাতার মনোহর পুকুর রোডের ‘ত্রিধারা সম্মিলনী থেকে একটি ‘গ্লাসটপ মরটিউয়ারি ফ্রিজার’ ব্যবস্থা করি। আর সে ব্যবস্থাপনাই বেহালা উত্তরসূরীর কর্মকর্তাদের ভাবনায়, বেহালা উত্তরসূরী কী এমন একটি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করতে পারে? শেষে দীর্ঘ ২০ মাসের লাগাতার প্রচেষ্টায় জনগণের দান উত্তরসূরীর সদস্য–সদস্যাদের অর্থ সাহায্যে গত বছরের ১৭ অক্টোবর আমরা একটি নয় দুটি, একটি গ্লাসটপ এবং একটি হার্ডটপ ‘মাইনাস ফোর বা মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস’ তাপমাত্রাযুক্ত বা আরও মাইনাস বাড়ানো সম্ভব তাপমাত্রার ‘মরটিউয়ারি ফ্রিজার’ ‘হিমায়িত শবাগার’ সাময়িক ভাবে শবদেহ রাখার ঘরের ব্যবস্থাপনা করি। সেই সঙ্গে ওইদিন একটি শবদেহ বহনকারী শকট ও একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে স্থানীয় বেহালা জোকার ২১টি ওয়ার্ডবাসী অতি স্বল্প ব্যয়ে এই তিন ব্যবস্থাপনার পরিষেবা থেকে কোনও ভাবেই বঞ্চিত না হয়।

‘মরটিউয়ারি ফ্রিজার’ বিষয়টি কী? উত্তরসূরীর ওই কর্মকর্তা গত ১৯ জুন উত্তরসূরীর একটি বিশেষ দিনে জানান, মরটিউয়ারি ফ্রিজারটি হল কোনও পরিবারের কোনও এক সদস্যের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু তার আত্মীয় পরিজনরা হয় প্রবাসী। তখন সেই শবদেহ ‘হ্যার্স কারে’ করে হয় মধ্য কলকাতার ‘পিস হেভেন’ বা পূর্ব কলকাতার ‘পিস ওয়ার্ল্ডে’ রেখে আসা আর এক দু’দিন বাদে আবার ‘হ্যার্স কারে’ করে সেই শবদেহকে বাড়িতে নিয়ে আসা এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে

যদি ওই পরিবারের আঙিনাতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শবদেহ সংরক্ষণকারী গৃহের (যোগাযোগে : দূরভাষ : ২৩৯৬১০৭০ এবং চলভাষ : ৯৪৩৩৯৩৯৯৯১) ব্যবস্থা হয় তাহলে তো খুবই উত্তম ব্যবস্থা। খরচ দৈনিক ৫০০ টাকা। আবার পরিবার যদি পছন্দ করে যে, ওই ফ্রিজারের ওপর গ্লাসটপ হোক তাহলে তাই। আবার হার্ডটপ পছন্দ হলে তাহলেও তাই। পরিবারের সদস্যদের যেমন মনোবাসনা তেমন ব্যবস্থাপনা বেহালা উত্তরসূরীর কাছে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কলকাতার অপর যে দুটি জায়গায় মরটিউয়ারি ফ্রিজারের ব্যবস্থা রয়েছে সেই গড়িয়াহাটের ‘ত্রিধারা সম্মিলনী’ ও ‘চেতলা অগ্রণী ক্লাব’ দুটিতে একটি করে গ্লাসটপ ফ্রিজার রয়েছে। ক্লাব কর্মকর্তা সমর সরকার জানান, এ ধরণের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা আগামী দিনে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে,কারণ বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারের সদস্যরা কর্মসূত্রে হয় দেশের অন্য রাজ্যে বা বিদেশে থাকছে। হয়তো উত্তরসূরীর এই বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রচার তেমনভাবে হয়নি বলেই গত আট মাসে মাত্র একটি ফ্রিজার চারদিন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উত্তরসূরীর অপর দুই পরিষেবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ও শবদেহ বহনকারী শকট দুটিই গত আটমাসে প্রায় ১০০ দিন ব্যবহৃত হয়। আমরা অ্যাম্বুলেন্স ও শবদেহ বহনকারী শকটে ট্রিপ প্রতি আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা নিয়ে থাকি কেবল জ্বালানি খরচ বাবদ। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তরসূরী এটাকে পুরোপুরি ‘ছাড়’ করে দেয়। কারণ উত্তরসূরীর ভাবনা কোনও মুনাফা রোজগার করতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেহালা জোকার ১০ লক্ষ পুরবাসী বেহালা উত্তরসূরীর কাজ থেকে উল্লেখযোগ্য সুষ্ঠু পরিষেবা পাক এটাই আশীর্বাদস্বরূপ।বেহালার সাধারণ মানুষদের কাজ থেকে দু’দশ টাকা যে অর্থ সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায় তাই আমাদের কাছে যথেষ্ট। আমাদের উত্তরসূরী ভবনের দ্বিতলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মধ্য কলকাতাস্থিত ‘সোটী চ্যারিটেবল ট্রাস্টে’র সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষুর সমস্ত ধরনের চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে (যোগাযোগে : চলভাষ : ৮৬৯৭৬৫৪৫৬৬) রয়েছে সপ্তাহে পাঁচটি ‘দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা’। সমস্ত ওষুধপত্র পুরোটাই বিনামূল্যে। এ দুই পরিষেবায় বেহালা উত্তরসূরী রয়েছে দীর্ঘ দশ বছর। এদিন ‘ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কে’র সহযোগিতায় উত্তরসূরীর ব্যবস্থাপনায় অঞ্চলের ৪৪ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা রক্তদান করেন। এবং উত্তরসূরীর ব্যবস্থাপনায় মধ্য কলকাতার ডিএল খান রোডস্থিত (বাসস্টপ : শিবমন্দির) ‘গণদর্পণে) অঞ্চলের প্রায় ৬০ জন পুরুষ–মহিলা দেহদান ও চক্ষুদান করেন। ‘মরণোত্তর দেহদান হল মৃত্যুর পর শবদেহ প্রথাসিদ্ধ মতে সৎকার না করে আগামী দিনের সুচিকিৎসক গড়তে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে দান করা।

সোনারপুরে শুরু আদিগঙ্গা সংস্কার কলকাতার পালা ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১৭ বছর আগে ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে নেওয়া গোবিন্দপুর গ্রামের বর্তমান দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকার দক্ষিণ ভাগে,দিল্লির মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুবে বাংলার বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার ছাড়পত্র যে বছর দেন সেই ১৭১৭ সালে আদিগঙ্গার খনন কাজ শুরু হয়। তার ঠিক ৭৫ বছর পর ব্রিটিশ আমলা উইলিয়ম টলি সেই আদি গঙ্গার নাব্যতা আরও কিছুটা বাড়ান। আর সেই থেকেই আদিগঙ্গার আরেক নাম হল টালিনালা। সে যাই হোক এই আদিগঙ্গা বা টালিনালার উৎপত্তিস্থল খিদিরপুরের সন্নিকটস্থ হেস্টিংস মোড়ের দইঘাট থেকে দক্ষিণ কলকাতার প্রায় ১৪–১৫টি ওয়ার্ড টপকে বয়ে গিয়েছে গড়িয়া ছাড়িয়ে দক্ষিণ শহরতলির রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার দিকে। শেষে মিশেছে বিদ্যাধরী নদীতে। দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ১৫ কিলোমিটার।তবে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি লাগোয়া আদিগঙ্গার প্রস্থ ৩০ ফুট। দু’পাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুলগাছে সাজানো। কিন্তু দীর্ঘ কালের সংস্কারের অভাবে আদিগঙ্গাই গড়িয়ার কাছেই পাঁচপোতা, কাটিপোতা, জাগতিপোতায় খাল থাকলেও এখন জল নেই। তাই ফাঁকা জমি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদিকে আলিপুর হাওয়া দফতরের ঘোষণা গত ১৭ জুন দক্ষিণবঙ্গে এ মরসুমের বর্ষা প্রবেশ করেছে। এত কিছুর পর ওইদিন থেকেই টালিনালার গভীরতা বাড়ানোর জন্য সংস্কারের কাজ শুরু হল। গত বর্ষার মতো রাজপুর–সোনারপুর পুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দফায় দফায় ১৫–২০ দিন যাতে ওই এলাকার বাড়ি ঘর, রাস্তা জলবন্দি না থাকে, সে জন্যই টালিনালা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গড়িয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন থেকে পাঁচপোতা, জাগতিপোতা হয়ে কাটিপোতা পর্যন্ত

টালিনালা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এদিন জেসিবি মেশিন দিয়ে মজে যাওয়া টালিনালার পলি তোলার কাজ শুরু হয়েছে। সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম জানান, টালিনালাকে আগের মতো ৬০ ফুট চওড়া করে দেওয়া হবে। সেজন্যই সমস্ত স্থায়ী, অস্থায়ী, অবৈধ কাঠামো মুক্ত করা হবে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা পুর প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গত ৩০ মে কলকাতা পুর অধিবেশনে শাসক দলেরই ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী টালিনালা নিয়ে জোরদার সরব হন। বর্ষার বিপুল পরিমাণ জমা জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য জলনিকাশি টালিনালার গভীরতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক বলে অরূপবাবু প্রস্তাব রাখেন। টালিনালার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুর মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, প্রায় সাড়ে ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ টালিনালার সংস্কারে ৬০০ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ‘এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক’ (এডিবি) থেকে এই টাকা ঋণ নেওয়ার পথে পুর প্রশাসন এগোচ্ছে। দেবব্রতবাবু জানান, চলতি বছরের শেষ থেকে টালিনালার আমূল সংস্কার কাজ শুরু হবে। একথা শুনে আদিগঙ্গার পাড়বাসীরা আষাঢ়ের মেঘের ভয়ে আতঙ্কে দিন গুণছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৫ জুন – ১ জুলাই, ২০১৬

শ্যামাপ্রসাদ হত্যার তদন্ত শুরু করুন মোদিজী

গভীর গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতী পুত্র দেশ ভাগের পর সরাসরি রাজনীতির আঙ্গিনায় এসেছিলেন। সংসদে ঝড় তুলেছেন, বর্তমান বিজেপি দলের পূর্বসূরী জনসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার হয়ে তিনি পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে ছিলেন সরব। কাশ্মীর নিয়ে জওহরলাল নেহেরুর স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। কূটকৌশলে কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লা ও জওহরলালের বদান্যতায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বন্দি করা, অসুস্থ করে চিকিৎসার নামে মাঝরাতে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা ও সমস্ত নথিপত্র,শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিগত ডায়েরি লোপাট করে দেওয়ার মতো জঘন্য ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন জরুরি। বাংলার প্রতি, দেশের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রতি ব্রিটিশ বদান্যতায় প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসা জওহরলাল নেহেরু এবং তাঁর পার্ষদবর্গ যে অন্যায় অবিচার করেছেন তার হিসাব দেশের মানুষ চাইবে। বাংলায় যেমন রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি দিল্লির শাসন ক্ষমতা বর্তমানে শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসূরীদের হাতে। বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ইনিংসেই নেতাজি সংক্রান্ত অধিকাংশ নথি প্রকাশ করেছেন যদিও বহু নথিপত্র পূর্বের শাসকদের হাতে বিকৃত ও নিরুদ্দেশ হয়েছে।

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ খুন হন ডাক্তারি কৌশলের সাহায্যে। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে এমনটাই উঠে এসেছে। নেহেরু নিষ্ঠুরভাবে শ্যামাপ্রসাদ জননীর তদন্তের আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলেন। শেখ আবদুল্লা বংশ পরম্পরায় কাশ্মীরে তাদের গুরুত্ব বজায় রেখে গত হয়েছেন অনেক আগেই। শেখ আবদুল্লা কিংবা নেহেরু কেউ নেই। কিন্তু কাশ্মীর জ্বলছে আগের মতোই। প্রতিবার প্রাণ যাচ্ছে অগণিত সেনা জওয়ানের। কাশ্মীরের অধিকাংশ ভূমি পাক–চিন অধিকৃত। নেহেরু সেদিন বলিষ্ঠতা দেখাবার সাহস পাননি শাসন–সুখের মোহে।

বাংলার মাটি থেকে মৃদু হলেও দাবি উঠেছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হত্যা রহস্য উন্মোচনের। অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভা ইতিমধ্যে পথে নেমে সই সংগ্রহের অভিযানে নেমেছে। ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কম হয়নি। দেশবন্ধু থেকে শুরু করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকের মৃত্যুই রহস্যে ঘেরা। দেশভাগের পর ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি মধ্যরাতে তাসখন্দ চুক্তির কিছুক্ষণ পরেই দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যু আজও তদন্তের মুখ দেখেনি। এমনকী এখন জানা যাচ্ছে শাস্ত্রীজির মৃত্যুটিও শুধুমাত্র নিছক আততায়ীর হত্যাকাণ্ড নয়, অন্য রহস্য রয়েছে। প্রায় বিনা চিকিৎসায় গুলিবিদ্ধ গান্ধিজি ৩৫ মিনিট কেন পড়েছিলেন তার উত্তর মেলেনি আজও।

দিল্লির পারিবারিক শাসন তন্ত্রের অবসান হয়েছে। অনেক দেরিতে হলেও সুযোগ এসেছে দেশবাসীর কাছে নিজেদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রকাশ করার। জাতীয় ইতিহাসে পক্ষপাতিত্বহীন সত্য প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালন করুন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। কোনও 'পন্থী' কিংবা 'বাদী' ঐতিহাসিক নয়। সত্যকার সাহসী নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক বিচারককে দায়িত্ব দেওয়া হোক সত্য উন্মোচনের।

অমৃত কথা

৭২. মেয়ে–মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নাই। তাঁকে অবতার বললেই হয় না–শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই–যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী–উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নেই–ছেলেখেলার সময় নেই–যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সংঘ) চাই–কুড়েমি দূর ক'রে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও।

৭৩. ভারত মাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো–মানুষ চাই, পশু নয়।

৭৪. যত দিন না শরীর যাচ্ছে, অকপট ভাবে কাজে লেগে থাকো। আমার কাজ চাই–নাম–যশ টাকাকড়ি কিছু চাই না।

৭৫. যতদিন তোমরা পরস্পরের উপর ভেদবুদ্ধি না করিবে, ততদিন প্রভুর কৃপায় 'রণে বনে পর্বত–মস্তকে বা' তোমাদের কোনও ভয় নাই। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', ইহা তো হইবেই। অতি গম্ভীর বুদ্ধি ধারণ কর। বালবুদ্ধি জীবে কে বা কি বলিতেছে, তাহার খবরমাত্রও লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা ইতি।

৭৬. যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর–নারায়ণের–মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে–বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পুজো মানে তার সেবা–এর নাম কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট ব'সব কি আধ ঘণ্টা ব'সব–এ বিচারের নাম 'কর্ম

নয়, ওর নাম পাগলা–গারদ। ক্রোর টাকা খরচ ক'রে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা, মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে–মানুষগুলো মরে যাক। তোমাদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস–আমাদের দেশের মহা ব্যারাম–পাগলা–গারদ দেশ–ময়।....

৭৭. যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হ'ল আসল রহস্য। কথাগুলি রক্ষ হলেও ভালবাসায় ফল হবেই। যে–কোন ভাষার আবরণেই থাকুক না কেন, ভালবাসা মানুষ আপনা হতেই বুঝতে পারে ।

৭৮. যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য ?

৭৯. যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান্ হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।

৮০. যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য।

বাংলাদেশ কী মুক্ত মননের চারণক্ষেত্র না কট্টরপন্থীদের বিচরণভূমি?

স্বপন মুখোপাধ্যায়

সারা বিশ্বে যত মুসলিম দেশ আছে তাদের মধ্যে ভারতের প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশে অনেক বেশি উন্নত ও উদার মানসিকতার মানুষের বসবাস। সেখানকার মানুষ বাংলা ভাষার জন্য যে লড়াইটা করেছে তা হার মানায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে। একটা রাষ্ট্র যতই উদার আর সাম্প্রদায়িক উস্কানির বিরোধী হোক পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির শিকার হতে বাধ্য হতে থাকে অনেকসময়ই। বর্তমান বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনই হয়ে গিয়েছে যখন আলাদাভাবে চলা প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এমনই যে সে দেশের মানুষ যতই উদার চেতনার হোন না কেন– তাদেরকেও এই পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে। বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই পরিস্থিতি এমন হচ্ছে যেখানে মানুষ সন্ত্রাসের গহ্বরে এসে পড়েছে। কোথায় কখন কেমন অবস্থার সূচনা হবে সেটা নিশ্চিত করে বলার সময় চলে গিয়েছে।সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গিয়েছে যে গত দু'বছরে বাংলাদেশে ১৮ জন মানুষকে খুন করা হয়েছে যারা উদার চিন্তাভাবনার কথা বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা অন্য ধর্মীয় আচার বিচার মেনে চলেন আর কয়েকজন বিদেশি সাহায্যকারী সংস্থার হয়ে কাজ করেছেন।

দেশের সরকার যথেষ্ট নিরপেক্ষ হয়ে চলার চেষ্টা করেছে, বিশেষত এই বিশেষ ধরণের মানুষদের হত্যাকান্ডের বিচারের ক্ষেত্রে। এবং ওই ঘটনাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র থাকার অভিযোগে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করেছে যাদের মধ্যে ৮৫ জন ইসলামিক মৌলবাদী সংস্থার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গিয়েছে।সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটা ঘটনার ছায়া বাংলাদেশের পরিধি ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে এসে পড়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ তাঁর দেশে জঙ্গি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন যে বাংলাদেশের

ভাবমূর্তিতে কালিমা লেপন করতেই এমন কাজ করা হচ্ছে এবং ত্রাস সৃষ্টিকারী সমস্ত শক্তিকে শেষ করার অঙ্গীকার করেছেন।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে পরিস্কার যে জঙ্গিদের কার্যকলাপ তারা কঠোর হাতে দমন করবেন এবং বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা বাংলাদেশকে একটা ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার চক্রান্ত রুখে দেবেন।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও কথা বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে সংখ্যালঘু মানুষদের ওপর অত্যাচার তাঁর সরকার মেনে নেবে না এবং সাম্প্রতিককালে হিন্দু পুরোহিতের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে। সঙ্গে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠানো হুমকির যথাযথ তদন্ত হবে যাতে দুর্বৃত্তরা যথাযথ শাস্তি পায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবারে চুপ করে নেই। সংখ্যালঘু মানুষেরা, বিশেষত হিন্দুরা যেভাবে অত্যাচারের শিকার, তাতে বিজেপি সরকার চুপ করে বসে নেই। ঢাকাতে ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে ব্যবস্থার তদারকি করা হয়েছে, সেই সঙ্গে বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিদেশ দফতর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে যাতে কোনও মানুষের বিশেষত সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের জীবন আর সম্পত্তির কোনও ক্ষতি না হয়। এ ব্যাপারে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ নিজেও উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক বিরোধীদের কাজ বলে মনে করলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহল একমত হতে পারছে না। পরিস্থিতির সঙ্গে ওয়াকিবহাল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলো যুক্ত রয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে কেবলমাত্র বিএনপি আর তাদের সহযোগী জামাত–ই–ইসলাম এই ঘটনাগুলির নেপথ্যে এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে আইএসআইএস ভুক্ত আনসার অল–ইসলাম (যারা আবার আল কায়েদার সঙ্গে যুক্ত)–এর মতো জঙ্গি সংগঠন জড়িত। তাদের মতে কেবলমাত্র হিন্দুরাই নন, শিয়া মুসলমানেরাও এই ধরণের ব্যাপক চক্রান্তে বলি হচ্ছে। তাদের আরও ধারণা ২০১৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত নন।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম–গুলির মতে বাংলাদেশ সরকার বেশ কয়েকটি বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছে। একদিকে সেদেশে মুক্ত মনের বিকাশে বাধা দেওয়া হয় না, অন্যদিকে গরিব মানুষের সংখ্যাও অনেক কমেছে, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। সঙ্গে বেড়েছে চালের উৎপাদন যা দেশের প্রায় ১৮০ মিলিয়ন মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। অন্যান্য মুসলমান–অধ্যুষিত দেশের চেয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা অনেক বেশি প্রগতিশীল। খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজেই একজন মহিলা, তাঁর পূর্বসূরী তথা বিরোধী দল বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও মহিলা। আসলে বাংলাদেশ এখন এক যুগ সন্ধিক্ষণে এসে পড়েছে।

পরিস্থিতি ঠিক কোন দিকে মোড় নেবে সেটা বোঝা যাবে সরকার বর্তমানে জঙ্গি সংস্থাগুলোর কাজকর্ম কেমনভাবে মেটাবে। এখনকার সময়ে বাংলাদেশের সমস্যা কেবলমাত্র অপরাধ আর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া নয়। আরও অনেক বিষয় রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা অনেক বেশি জটিল। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে অনেক বেশি সংবেদনশীল আর উদার হিসাবে মানুষ দেখে আসছে। যেখানে মানুষের মধ্যে নানা ধরণের চিন্তার বিকাশ হয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা প্রকৃতপক্ষে সাবেক পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি। সেই পুরনো সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারলে বাংলাদেশ পৃথিবীতে একটা বিশেষ জায়গা ধরে রাখতে পারবে। বাংলাদেশ সরকারের কাছে বর্তমান সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে বাংলাদেশ কি দেশের সাবেক সংস্কৃতি রক্ষা করে উন্নত প্রগতিশীল শিক্ষার মাধ্যমে মুক্ত মননের প্রসার ঘটাতে পারবে। যদি সেটা সম্ভব হয় তা হলেই বাংলাদেশ বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে পারবে। রক্ষা করতে পারবে নিজেদের সাবেক কৃষ্টি–সংস্কৃতি। বর্তমানের সঙ্কট কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়। এই পরিস্থিতি ভয়ানক রূপ নিতেও পারে যেখানে ধর্মান্ধতাই বড় বিষয় হয়ে উঠবে। পরিস্থিতি কোন দিকে ঘুরবে সেটা সময়ই বলবে। তবে বাংলাদেশের বর্তমান নেতৃত্ব যেমন আশাবাদী যে দেশের মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটবে, সকল শ্রেণির মানুষ সম্মানের সঙ্গে বসবাস করবে, সর্বোপরি উন্নত প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। কাজটা খুব কঠিন সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই। সেই সঙ্গে রয়েছে ভারত সরকারের সহযোগিতা, সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসুক বাংলাদেশে এটা আন্তরিকভাবেই চায় ভারত।

আন্তরিকতার অভাব হবে না, এটা নিশ্চিত। তবে কাজটা সহজ নয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খলার অভাব বলে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তাতে বাংলাদেশ হারাবে দেশের সম্মান। আজও গোটা দুনিয়ায় বাংলাদেশের একটা আলাদা বিশেষ ভাবমূর্তি রয়েছে যে এই দেশ কট্টরপন্থীদের দেশ নয়। সে দেশে মুক্ত মনন আর একসঙ্গে চলার সংস্কৃতি আছে। এই পরিস্থিতি অটুট থাকবে কিনা সেটাই মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন।

লেখক–প্রাক্তন ব্যুরো চিফ: ইউএনআই

শিক্ষা জগত বাঁচাতে চাও তো বিহার থেকে শিক্ষা নাও

নির্মল গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে নারদ স্টিং অপারেশন প্রকাশ পেল। মিডিয়াতে তা দিন রাত প্রচারিত হল। অভিযুক্তরা তাদের অপরাধ প্রায় স্বীকার করে নিল। হাইকোর্টে কেস হল। সিডি জাল কিনা তা পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে মহামান্য হাইকোর্ট কিন্তু এখনও পর্যন্ত (এই লেখার সময়) তার রিপোর্ট প্রকাশ পায় নি। জানি না পাবে কিনা। কারণ যারা মামলা করেছিল তারা হতোদ্যম। নির্বাচনে হেরে আর পুরনো মামলা ঘাঁটাঘাটি করার সাহস পাবে কিনা জানি না। পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আর তার গুরুত্ব নেই। বেশিরভাগ জনসাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের অর্থ নেওয়াটাকে অপরাধ মনে করে না। এটা সকলেই নেয়! কেউ ধরা পড়ে কেউ পড়ে না। তাই ভোটে তার কোনও প্রতিফলন পড়ল না। আবার নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন নরেন্দ্র মোদির ধড়ে প্রকাশ কারাতের মুন্ডু বসিয়ে প্রচার করে জনগণকে বুঝিয়ে দিল যে আধুনিক প্রযুক্তিতে কত কি করা যায়। নারদার স্টিং যেন এরকমই একটা কিছু কারিকুরি করা বিষয়। এটার কোনও গুরুত্ব নেই। জনগণও তাই সহজেই বুঝতে পারল যে সত্যিই তো মোদিকে মুহূর্তেই যদি প্রকাশ কারাত করা যায় তাহলে নকল ববি, মদন, মুকুল করা যাবে না কেন? এই ঘটনা স্টিং অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সত্যিই কি এর কোনও মূল্য আছে প্রশাসনের কাছে? পশ্চিমবঙ্গে অন্তত মূল্য নেই। কিন্তু বিহার পথ দেখালো যে মূল্য আছে। এবং যে সত্য সেখান থেকে বের হল তার অভিঘাত যে সমাজে কত ভয়ংকর হতে পারে তা ভেবেই অস্থির হতে হয়।

বিহার সরকারের অধীনে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। আর 'নেই কাজ তো খই ভাজ' এর মতো করে একটি নিউজ চ্যানেল স্টিং অপারেশন করল। মেধা তালিকার প্রথম নাম যার তার মেধা

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এ সবই হল এক একটা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়। কিন্তু নাম হয় প্রতিষ্ঠানের। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি আধিকারিকরা সব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হবে এই যুগে তা আশা করা যায় না। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারিদের দুর্নীতি ততক্ষণ সহনশীল থাকে যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠানের গায়ে কলঙ্ক লাগে। কলঙ্কের কালিতে যদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ঢাকা পড়ে যায় তখন আর সহ্য করা উচিত নয়।

স্ত্রী জেডিইউ–এর প্রাক্তন বিধায়ক উষা সিং এর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়েছে। আপাতত তারা পলাতক।

ভাগ্যিস স্টিং অপারেশন হয়েছিল তাই বিহারের পরীক্ষা ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণিত হল। অর্থের বিনিময়ে মেধা তালিকায় কতটা তা যাচাই করতেই এই স্টিং অপারেশন। সেই খবর সম্প্রচারিত হতে সারা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় শুরু হল। বিহার সরকার স্টিংকে অবহেলা না করে সত্য যাচাইয়ের জন্য তদন্ত শুরু করল। আর তাতেই যা ফল বের হল তা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা সমাজ ব্যবস্থার মূলেই মনে হল যেন কুঠারাঘাত। চক্রান্তের মাথা লালকেশ্বর প্রসাদ সিং ও তার প্রথম হওয়া যায় এটা আজ প্রকাশ্যে এল। এতদিন পর্যন্ত ভারতবাসী কেন পৃথিবীর কোন দেশের মানুষই এটা ভাবতে পারেনি যে এতো বড় দুর্নীতি হতে পারে।

আমাদের ধারণায় বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থার খুব স্বচ্ছ ছবি যে এতদিন ছিল তা নয়। বিহারে পয়সার বিনিময়ে বিভিন্ন ডিগ্রি পাওয়া যায়। কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যায় তা কল্পনাতেও আনতে পারে নি।

আমাদের ভরসার স্থল এইটুকু যে বিহার সরকার অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করছে। হয়তো তাদের শাস্তি হবে। শাস্তি এমন হোক যাতে সকলে শিউরে ওঠে। কোনও রকম মানবাধিকারের চিন্তা যেন বিচারকের চিন্তাতেও না আসে।

যুগে যুগে দেশে দেশে অসৎ নাগরিক থাকবেই, থাকেও। কিন্তু আমরা সভ্য সচেতন মানুষেরা আশ্বস্ত থাকি প্রতিষ্ঠানের ভরসায়। ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা রাখাটা আমাদের অভ্যাসের ফল। কারণ আমরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে উঠি। রাষ্ট্র একটা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে আমরা নির্ভয়ে, নিরুপদ্রবে বসবাস করি। আবার একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ বসবাস করি। তাই কেউ কেউ তার মধ্যে অমানুষ থাকতেই পারে। সেই অমানুষকে রাষ্ট্র শাস্তি দেবে এটাই আমাদের ভরসার স্থল। এবং প্রতিষ্ঠানে থাকার সুফলও বলা যায়। ঠিক তেমনি ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে। কেউ বিচার করে, কেউ শাসন করে। আমরা শিক্ষা নিই কোনও ব্যক্তির কাছে নয়, একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এ সবই হল এক একটা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়। কিন্তু নাম হয় প্রতিষ্ঠানের। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি আধিকারিকরা সব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হবে এই যুগে তা আশা করা যায় না। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারিদের দুর্নীতি ততক্ষণ সহনশীল থাকে যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠানের গায়ে কলঙ্ক লাগে। কলঙ্কের কালিতে যদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ঢাকা পড়ে যায় তখন আর সহ্য করা উচিত নয়। তেমনি যে কোনও পরীক্ষায় কিছু পক্ষপাতিত্ব থাকে (যদিও তা কাম্য নয়) আমাদের সমাজে সে চাকরির পরীক্ষাই হোক আর বোর্ডের ইউনিভার্সিটির হোক। হয়ত কেউ ২৭ পেয়েছে তাকে ৩০ করে দিল। এমন ঘটনা যে দেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় পূর্বে ঘটে নি তার উদাহরণ যে অমিল তা কিন্তু নয়। কিন্তু যে ১ পেয়েছে তাকে যদি ১০০ করে দেওয়া হয় তাহলে একদিকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি ভুক্তভোগীদের প্রতি চরম অবিচার করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস টলে যায়। আর এটা ঘটে কিছু ব্যক্তির জন্য। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরে যখন দুর্নীতি বাসা বাঁধে তখন এই সব ঘটে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস হারালে আমরা দাঁড়ানোর মতো শক্ত মাটি পাবো কোথায়? আজ পর্যন্ত দেশের নানা স্তরে নানান দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়েছে। কেউ সাজা পেয়েছে কেউ প্রভাবশালী হওয়ার জন্য জাল কেটে বেরিয়ে গিয়েছে। তাতে করে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা টলে নি। এই ঘটনায় কিন্তু বিহার বোর্ডের উপর লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী অভিভাবকদের আস্থায় চির ধরল। সেই সঙ্গে দেশের বাকি অংশের বিভিন্ন বোর্ডের প্রতিও একটা সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হল। বিহার পরীক্ষা বোর্ডের দুর্নীতির অভিঘাত হল এটাই। একটা সামগ্রিক নৈরাজ্যের সূচনার সূত্রপাত হল। যদিও সৎ মুখ্যমন্ত্রী আছেন। কিন্তু তবু তো বিহারের আইন শৃঙ্খলার রাশ টানতে পারছে না বিহার প্রশাসন। বিহার ভোটের পর এই প্রতিবেদক লিখে ছিল ''বিহারে রাজনীতির জয় হয়েছে কিন্তু ন্যায়নীতির পরাজয় হয়েছে''। ভবিষ্যতবাণী যে কত সত্য তা আজ প্রমাণিত। বিজেপির সঙ্গে জোটে নীতিশ সরকার বিহারকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন নতুন জোট সঙ্গী আরজেডি–র হাত ধরে আজ পিছু হাঁটার পালা। নীতিহীন রাজনীতির সঙ্গী হয়ে রাজ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নয় তা নীতিশ কুমার হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। লালু একটা শাসনের প্রতীক। তার চেলা চামুন্ডারা আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে তাদের থামানোর শক্তি প্রশাসনের নেই। ধর্ষণ, খুন, অপহরণ আজ নিত্যদিনের ঘটনা। দুর্নীতি আর অপরাধ যে হাত ধরে চলে তার প্রমাণ বিহার। বিচারপতিকে যারা রংদারি চাইতে পারে তারাই পরীক্ষার বোর্ডকে অবহেলায় নিজেদের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে।

বজ্রপাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝড় বৃষ্টি এবং তার সঙ্গে প্রবল বজ্র বিদ্যুতের ছোবলে দুই ব্যক্তি মারা যাওয়ায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার আমতা থানার উত্তর রসপুর গ্রামে বুধবার সকালে। মৃত দুই ব্যক্তি বাবা এবং ছেলে বলে জানা যায়। প্রতিদিনের মতো ঘটনার দিনেও গ্রামে দু একজন চাষির সঙ্গে বাবা সনাতন ছাউলে ছেলে প্রীতম ছাউলেকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে যান চাষের কাজ করতে। আচমকা বজ্র সহকারে বৃষ্টি নামতেই বাবা ছেলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দৌড়ে পালাতে যাবার আগেই বাজ পড়ে মারা যান। সঙ্গে থাকা রবীন দেব নামে এক চাষিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আমতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যায়।

জগন্নাথের স্নানযাত্রা

শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার মহা সমারোহে পালিত হল শ্রীরামপুর মাহেশের ৬১৯তম স্নানযাত্রা। পাঁজি তিথি মেনে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের পাশে স্নানপিঁড়ির নাটমন্দিরে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে ২৮ ঘড়া গঙ্গাজল এবং দেড়মন দুধ দিয়ে স্নান করানো হল। স্নান দেখতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

গুলিতে আহত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকাল রাত সাড়ে এগারোটার সময় আচমকা গুলি চলায় অপরাধীদের হাতে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুর স্টেশনের কাছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সূত্রপাত রাত সাড়ে এগারোটার সময় দুই তিনজন বাইক আরোহী হঠাৎ এক যুবককে গুলি করে চম্পট দেয় সোদপুর রেলস্টেশনের কাছ থেকে। আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যবসায়ী হলেও এখনও তার পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি। তাকে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘোলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন। এই নিয়ে সোদপুরে এক সপ্তাহে তিনবার দুষ্কৃতী হামলা হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা বারাকপুর কমিশনারেট–এর উপর ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়।

দেওরের হাতে বৌদি খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার পাঁচলা থানার ছোট গাববেরিয়া গ্রামে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় দেওরের হাতে বৌদি খুন হওয়াতে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। বেশ কিছুদিন ধরে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বৌদি বসেরা বেগমের সঙ্গে তার দেওরের অশান্তি লেগেই থাকত। গতকাল সন্ধ্যাতেও বসেরা বেগমের সঙ্গে তার দেওরের অশান্তি চরম আকার ধারণ করে। রাগ সামলাতে না পেরে দেওর বৌদির মাথায় আঘাত করলে বসেরা বেগম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে বসেরা বেগমকে ছোট গাববেরিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বসেরা বেগমের বাড়ির লোকজন শ্বশুর বাড়িতে এসে শ্বশুর বাড়ি সহ আশপাশের দু–তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে জানা যায়। পুলিশ পিকেট বসান হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা যায়।

বাঁ দিক থেকে স্ট্রাটাস, কিউমুলাস, সাইরাস ও কিউমুলোনিম্বাস মেঘ। প্রথম তিনটি তেষ্টা পূরণ করতেপারে না। অঝোর ধারা বর্ষণে চাই চতুর্থ ধরনের মেঘ।

মেঘ চিনতে ব্যর্থ এদেশের আবহবিদরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ মে গভীর রাত এবং ৮ মের গভীর সূচনা লগ্নের রাতে যে ঠান্ডা সম্পৃক্ত শান্তির জল নামক ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হল সে সম্পর্কে হাওয়াবাবুরা বিন্দুমাত্র আভাস দিতে পারে নি। কিন্তু ৭ মে সকাল বেলা আকাশের মেঘ জানান দিয়েছিল এ বৃষ্টির আবির্ভাবের কথা, এদিন সকাল থেকে হাল্কা স্তর (Stratus) মেঘে ছেয়েছিল। রৌদ্রের ছোঁয়া লেগে সে মেঘ চম্পট দিলেও কিছু কোদালে কুড়ুলে (Alto cumulus)মেঘ দেখা দিয়েছিল, তবে মেঘের পর মেঘের ছেদ রেখা একটু বড় মাপের পরিধি সম্পৃক্ত। ছোট ছোট মাপের ফালি থাকলে বৃষ্টিটা প্রগাঢ় হয়। বড় মাপের অথচ ঘন নয়, পাতলা পেঁজা তুলোয় আচ্ছন্ন হলে বৃষ্টির পরিমাণ কমই হয়। হাওয়া বাবুরা বিশেষ অজ্ঞ (মূর্খ) নামক বিশেষজ্ঞ— এ কারণে তারা এ মেঘ দেখে বুঝতেই পারল না যে ''বৃষ্টি আসিতেছে''। এ মেঘ সম্পর্কে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ বরেণ্য আবহবিদ অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন– কোদালে–কুড়ুলে মেঘের ছায়,/ মন্দ মন্দ দিচ্ছে বায়; / চাষার পো তুই ধরগে হাল, / আজ নয়তো হবে কাল।

সংস্কৃতে একটা কথা আছে : তাবৎ শোভতে মূর্খং / যাবৎ কিঞ্চিত ন ভাষতে।

মূর্খ ততক্ষণ পর্যন্তই শোভা পায়, যতক্ষণ না সামান্য মুখ খোলে। মুখ খুললেই এক গাল মাছি। ইতি পূর্বে (সপ্তাহ আগে) এক ফালি ভাসা মেঘ সকালে আকাশে রয়েছে দেখে আলিপুরের হাওয়াবাবুরা মহা আড়ম্বর করে জানিয়েছিলেন ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি আছড়ে পড়বে। কিছু বৈদ্যুতিন মাধ্যম কৃতিত্ব নেবার জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাল বৃষ্টির আশ্বাস বাণী। মেঘেরা বিমুখ করে পালিয়ে যেতেই এক ঘন্টার তফাতেই আলিপুরের বিশেষ অজ্ঞ হাওয়া বাবুদের মূর্খতার শোভা বের হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতার বড়াই করে বলে বসল ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

৮ মে গভীর রাত থেকে যে বৃষ্টি হয় তাকে ঠিক কালবৈশাখী বা কেরানি মারা বৃষ্টি বলা যায় না। এ বৃষ্টির জল এসেছিল ভূমধ্য সাগর থেকে। বঙ্গোপসাগরের কিছু জল অবশ্য সম্পৃক্ত ছিল তবে পরিমাণে কম, এ বৃষ্টি মাঘের বৃষ্টি, এ বৃষ্টি বৈশাখের উপযুক্ত নয়। এ বৃষ্টিতে আমাদের ক্ষতি, বোরোর লাভ। এ বৃষ্টিতে ফুল কপি, বাঁধাকপি, পালং, সরষে উপকৃত হয়। মাঘে এ বৃষ্টি পেলে রবি চাষ ও বোরো ধানের চাষে সোনালী হাসির ঢেউ ফেলে। বৈশাখে হওয়া উচিৎ বঙ্গোপসাগরের জনধারা।

এপ্রিলের শেষে যে বৃষ্টি দেখা দিয়েছিল হাওয়া বাবুরা তার ব্যাখ্যা ইচ্ছা করেই দেয় নি। হাওয়াবাবুদের যন্ত্রে সেদিন দেখা গিয়েছিল জয়সলমীরে ৫২, দিল্লিতে ৪৪ ও কলকাতায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। তাই বায়ুর স্রোত যা গোটা চৈত্র বৈশাখে উত্তর পশ্চিম থেকে এসে দাবদাহের জ্বলন বাড়িয়েছিল— সেটা উলটে গিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমের দিকের মেঘেদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনে। তবে টানের পরিমাণ কম হওয়ায় শান্তির জল ছিটিয়ে শহরবাসীকে শান্তির পরশ জুগিয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় বৃষ্টি আনার মূল কারখানা গাছ নয়, এনশিনো নয়, গ্রিন হাউসের জুজু নয়, পৃথিবীর ছাদ ফুটোর তত্ত্ব নয়, নয়, পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ার যুক্তি, আসল কথাই হল মরুভূমির উত্তাপ। মরুভূমি যত উত্তপ্ত হবে, তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জায়গার উত্তাপ মরুর চেয়ে কম হবে ততই মৌসুমীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। অন্য কোন যুক্তি ধোপে টেকে না।

দিদিকে আদর্শ করে চলতে চান বিশ্বজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনীতির রঙের চেয়ে সামাজিক কাজেই বেশি আগ্রহী উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া থানাধীন মছলন্দপুরের সাহা পাড়ার বাসিন্দা তথা বলাকা ক্লাব সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা বিশ্বজিত কুন্ডু। প্রায় বছর ছত্রিশের সাধারণ এক ইমারতী ব্যবসায়ী বিশ্বজিতের এলাকায় যে সুনাম ও জনপ্রিয়তা তা তার বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের নিরিখেই। তবে রাজনীতির আঙিনায় যে তিনি একেবারে নেই এমন নয়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শের আকর্ষণে তিনি তৃণমূল করেন।

ইমারতী ব্যবসার উপার্জিত অর্থ তিনি পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন ও জনসেবামূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করেন। বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে এলাকায় সবুজায়ন কর্মসূচি পালন করেন। তার উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে বলাকা ক্লাবের পক্ষ থেকে এলাকায় প্রচুর বৃক্ষরোপণ করা হয়। এলাকায় কেউ মারা গেলে তাদের বাড়ির লোককে বিনামূল্যে শবদাহের খাট ও ঘাটখরচ বাবদ নগদ এক হাজার টাকা প্রদান করে থাকেন। সম্প্রতি কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাইকেল প্রদান করেছেন। তার উদ্যোগেই বলাকা ক্লাবের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। একবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির জেলার মধ্যে রেকর্ড করেছিল। বলাকা ক্লাব ময়দানে ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট করেছেন। এই টুর্নামেন্ট গোটা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। আগের শীতে এক বিশাল নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১২০০ দুঃস্থকে কম্বল বিতরণ করা হয়। তার ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব নেই। মন্দির, মসজিদ, লাইব্রেরি ইত্যাদির সংস্কার ও উন্নতিকল্পে আর্থিক সহায়তা করতেও কার্পণ্য করেন না। এছাড়াও সাহায্যের জন্যে কেউ তার দ্বারস্থ হলে, তিনি কাউকে বিমুখ করেছেন এমন কোনও উদারহরণ নেই বলে দাবি করেন বলাকা ক্লাব সংলগ্ন জনৈক চায়ের দোকানদার।

এই সব সামাজিক কর্মকান্ডের সুবাদেই তিনি এলাকায় অনেক রাজনৈতিক নেতাদের থেকে জনপ্রিয় বলে প্রতিবেশিদের মন্তব্য। সামাজিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিশ্বজিত নিয়মিত গো–মাতার পুজো করেন। সম্প্রতি তিনি তার বাড়িতে গে–মাতার পুজো করে ২১ জন ব্রাহ্মণকে গরু দান করেছেন। এবং মহাদেবের নামে ১১টি ষাঁড়কে উৎসর্গ করে এলাকায় ছেড়ে দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়। এমনকি প্রতিদিন নিয়ম করে গীতাপাঠ করেন।

এলাকায় বিশ্বজিতের জনপ্রিয়তা এতটাই যে তার ডাকে প্রায় হাজার বারোশো যুবক–যুবতী যখন তখন জড়ো হয়ে যায়। তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ২০১৪ সালে একটি অনুষ্ঠান চলাকালে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাকে খুন করার চেষ্টা করে। নিতান্ত ভাগ্যের জোরে তিনি প্রাণে বেঁচে যান বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বিশ্বজিতের সোজা সাপটা কথা, 'দিদির নীতি–আদর্শকে আমি শ্রদ্ধা করি। এক কথায় তিনি বাংলার নব রূপকার। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীদের রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ ও বিশ্বাসের সেতু তৈরি করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সেক্ষেত্রে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মাত্র সাড়ে চার বছরে এই কঠিন কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন। শত কুৎসা ও প্রলোভন সত্ত্বেও রাজ্যবাসীর অটুট বিশ্বাস ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। এ কারণে গোটা রাজ্যে এখনও তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এই চরম সত্যিটাই প্রমাণিত হল, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে। তাই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেই আমি আমার চলার পথকে প্রশস্ত করতে চাই। কারণ এই বয়সেও তিনি যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্যে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে যাচ্ছেন, তা বিস্ময়কর। তিনিই আমার আদর্শ, আমার প্রেরণা। আমার কাছে দিদি মানবীরূপে দেবী দুর্গা।'

সিআইডির জালে নারী পাচারের পান্ডা

প্রথম পাতার পর

ওই দিন রাতে মগরাহাট থানায় মিসিং ডায়েরি করেন নিখোঁজ ছাত্রীর বড় দাদা। মগরাহাট থানার পাশাপাশি অভিযোগ জানানো হয় ডায়মন্ড হারবার থানাতেও। তাতেও সুরাহা না মেলায় হতাশায় ভেঙে পড়ে পরিবার। ঘটনার মাস পাঁচেকের মাথায় হঠাৎ বাড়িতে ফোন করে ছাত্রী জানিয়েছিল, 'হাসপাতাল থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বেহুশ করে নিয়ে এসে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করে দিয়েছে। দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাখা হচ্ছে। এই ফোন পাওয়ার পর ছাত্রীর পরিবার আবারও মগরাহাট ও ডায়মন্ড হারবার থানার দ্বারস্থ হন। পুলিশ তদন্তে নেমে এলাকার বেশ কয়েকজন পাচারকারীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। তাতেও ছাত্রীর কোনও খোঁজ না মেলায় তদন্ত বেশি দূর আর এগোয়নি। ছাত্রীর পরিবারও হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। এরপর দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শক্তি বাহিনীর নজরে আসে ঘটনাটি। বাহিনীর পক্ষে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ধরে বিভিন্ন রাজ্য তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কিন্তু পাচার হওয়া ছাত্রীকে নিয়ে পাচারকারীরা দ্রুত স্থান পরিবর্তন করায় তখন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গত বছরের ২৩ নভেম্বর অপরিচিত কয়েকজন যুবক দিল্লির গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ কিশোরীকে ভর্তি করে। ভর্তির পর থেকেই ওই যুবকদের আর দেখতে না পেয়ে কয়েকদিন পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শক্তি বাহিনীর নজরে আনে। টানা একবছর পর মেয়ের উদ্ধারের খবর পেয়ে 'আক্রান্ত আমরা' সংগঠনের সহযোগিতায় দিল্লির গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে যান নির্যাতিতার বৃদ্ধা মা ও দাদা। হাসপাতালে নির্যাতিতা ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাট ও বিজেপির রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। পরে বৃন্দা কারাটের মাধ্যমে নির্যাতিতার মা ও দাদা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং–য়ের সঙ্গে দেখার করার পাশাপাশি জাতীয় মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে পাচারকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। বর্তমানে ছাত্রী বাড়িতে ফিরলেও শরীরে বাসা বেধেছে এইচআইভি ভাইরাস। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের চিকিৎসার সামর্থ না থাকায় বাড়িতেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ছাত্রী। এদিন সিআইডি–র এক আধিকারিক জানান, 'বাবুকে জেরা করে রাজ্যের পাচার চক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজ চলছে। দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

বিপাকে সীমান্তের চোরাচালানকারীরা

প্রথম পাতার পর

আর এতেই কালঘাম ছুটেছে সীমান্তের অবৈধ কারবারীদের। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্ত দিয়ে বয়ে চলা নদী বহু জায়গায় ভারত–বাংলাদেশ সীমানা নির্ধারণ করায় ভৌগোলিক জটিলতা রয়ে গিয়েছে। যার সুযোগ নিয়ে সীমান্তের চোরা কারবারীরা সোনা সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আদান প্রদান, অনুপ্রবেশ, গরুপাচার ইত্যাদি অবৈধ কাজ চালিয়ে চলেছে। যদিও এই কাজে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশের একাংশের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। আর সেই কারণেই প্রশাসনের উচ্চ আধিকারিকেরা সীমান্ত সমস্যা বন্ধে কড়া কথা শেখালেও তা পুরোপুরি বন্ধ হয় না। বনগাঁ–বাগদা সীমান্ত থেকে স্বরূপনগর, বসিরহাট সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে এখনও উদ্বেগজনকভাবে সোনা পাচার হয়ে চলেছে। চলছে অনুপ্রবেশও। যদিও গরু পাচারে অনেকটাই লাগাম পরানো সম্ভব হয়েছে বলে সীমান্তবাসীদের দাবি। এ বিষয়ে স্বরূপনগর বৈজুরি সীমান্তের বাসিন্দা তাপস দাস বলেন, 'আমরা তো দীর্ঘদিন গরু পাচারের জেরে রাতে ঘুমোতে পারতাম না। এখন গরু পাচার আমাদের এলাকায় পুরোপুরি বন্ধ। পুলিশের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। হাকিমপুর সীমান্তের বাসিন্দা রফিক মন্ডল বলেন, 'আমাদের এখানে সন্ধ্যে নামলেই এলাকা গরু পাচারকারীদের হাতে চলে যেত। এছাড়া সোমাই নদী পেরিয়ে লোকের যাতায়াত লেগেই থাকত। এখন অনেকটাই বন্ধ হয়েছে। তবু লুকিয়ে চুরিয়ে অনুপ্রবেশ এখনও ঘটছে। পাচারও চলছে। তবে পরিমাণ অনেক কমেছে। এখন সোনাই নদীর তীরেই বিএসএফ পাহারা দেয়। আগে যা ছিল না।' যদিও শেষ সাত–আট মাসে উদ্ধার হওয়া পাচারের সোনার পরিমাণই বলে দিচ্ছে, সীমান্তে চোরাচালান এখনও কতটা সক্রিয়। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাও বলে দিচ্ছে, অনুপ্রবেশের সংখ্যাও সীমান্তে কতটা গুরুতর।

অনুপ্রবেশের সুযোগে সাধারণ মানুষ যেমন ভারতে প্রবেশ করে, একই সঙ্গে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনাও ঘটে বলে অনুমান। বাংলাদেশে ঘটতে থাকা একাধিক সংখ্যালঘু মানুষের উপর আক্রমণ, খুন ও বাংলাদেশ আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর তা স্বীকার করা ভারতের গোয়েন্দা বিভাগকে যথেষ্ট চাপে ফেলেছে। অন্যদিকে কাশ্মীরের নানা ইস্যুতে ছড়িয়ে পড়া অসন্তোষে দিন দিন বাড়ছে আইএস–এর প্রভাব। এমনকি আইএস–এর পতাকা ওড়ানোই শুধু নয়, আইএস–এর প্রতি সমর্থনের লিখিত প্ল্যাকার্ডও কাশ্মীরে দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশের আইএস জঙ্গিগোষ্ঠী সীমান্তের এই সহজ করিডোর ব্যবহার করে ভারতে সমস্যা ছড়িয়ে দিতে পারে বলে গোয়েন্দাদের অনুমান। সেই মতো কেন্দ্র থেকে রাজ্যকে সতর্ক করা হয়েছে। যার জেরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর চব্বিশ পরগনা সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলেও খবর। একই সঙ্গে কাঁটাতার না দেওয়া এলাকাগুলিতে নতুন করে কাঁটাতার দেওয়া সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি নদিয়া জেলা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন। এর আগে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনারই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ)–এর দায়িত্বভার সামলেছেন। তিনি বলেন, 'সীমান্তে পুলিশি নজরদারি অনেক বাড়ানো হয়েছে। পুলিশি তৎপরতায় গরু পাচার বর্তমানে বন্ধ। অন্যান্য পাচারও এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণে। অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রেও পুলিশি পদক্ষেপ কঠোর করা হয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১২, বিপ্লবী কানাই লাল ভট্টাচার্য্য সরনী

কলকাতা – ৭০০০২৭

স্মারক সংখ্যা – ৬৪৪/জেঃতঃসঃদঃ/২৪পরঃ(দ) দিনাঙ্ক – ১৬/০৬/২০১৬

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২০১৬ – ১৭ আর্থিক বছরে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে :

(১) যে সব স্থানীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা ক্রাউনের ১/২ সাইজের ৪ পৃষ্ঠা অথবা ক্রাউনের ১/৪ সাইজের ৬ পৃষ্ঠা এবং মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক প্রভৃতি পত্রিকা ক্রাউনের ১/৪ সাইজের অথবা ডিমাইয়ের ১/১৮ সাইজের ন্যূনতম ৩২ পৃষ্ঠার প্রকাশিত হচ্ছে, শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবেন।

(২) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে এ বছর যারা প্রথমবার তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করছেন তারা ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত সবকটি সংখ্যা জমা দেবেন। যারা ইতিমধ্যেই সরকারি বিজ্ঞাপন তালিকার অন্তর্ভুক্ত তারা পত্রিকার কপির পরিবর্তে জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে পত্রিকা জমা দেওয়ার স্বীকৃতি পত্রের কপি দেবেন।

(৩) এ ছাড়া নতুন বা পুরনো সমস্ত আবেদনপত্রের সঙ্গেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিক্রয় সংক্রান্ত শংসাপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রকের শংসাপত্র জমা দিতে হবে। এ ছাড়া, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ডিক্লারেশন সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত কপিও আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

(৪) আবেদনপত্রের ফর্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে সরকারি কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। পত্রিকার সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে অথবা অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন।

(৫) পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলিসহ আবেদনপত্র ১৫ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৫ টার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে জমা দিতে হবে।

(৬) নির্দিষ্ট সময়ের পর কোনও আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে না।

(৭) অসম্পূর্ণ কিংবা সকল শর্ত পূরণ করা হয়নি এমন আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল হবে।এ বিষয়ে কোনও রকম যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

স্বাক্ষর
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৬৫৫(২৯)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২০.০৬.১৬

রুপোলি রূপকথা

খুশি মৎস্যজীবী মহলে

মেহেবুব গাজী

অবশেষে বাজারে এল গঙ্গার রূপোলি ইলিশ। মরশুমের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরের মোহনায় মৎস্যজীবীদের জালে উঠে এল পর্যাপ্ত পরিমাণের রুপোলি শস্য। গত সোমবার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর মঙ্গলবার ভোররাত থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘি থেকে ছোট–বড় মিলিয়ে হাজার চারেক ট্রলার গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। কম সময়ের মধ্যে সমুদ্রে মাছ ধরে শনিবার বিকেল থেকে নামখানা, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘির ঘাটগুলোতে ফিরতে শুরু করেছে মৎস্যজীবীদের ট্রলার। প্রত্যেক ট্রলার কমবেশি চার'শ থেকে পাঁচশ কেজি করে ইলিশ ধরে নিয়ে এসেছে।

গড় ওজন প্রায় পাঁচশ থেকে আট'শ গ্রামের আশেপাশে। ইলিশের সঙ্গে মৎস্যজীবীদের জালে ভোলা, পমফ্রেট, সামুদ্রিক চিংড়ি, লইটা সহ বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছও প্রচুর পরিমাণে উঠে এসেছে। মৎস্যদপ্তর ও মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩০ টনের কাছাকাছি ইলিশ মিলেছে। গত কয়েক বছরের সঙ্কট কাটিয়ে মরশুমের শুরুতেই আশানুরূপ ইলিশ মেলায় আশার আলো দেখছেন মৎস্যজীবী থেকে ব্যবসায়ীরা। পর্যাপ্ত ইলিশ বাজারে এলেও দাম চড়া থাকায় হাতে ছ্যাঁকা লাগার উপক্রম ক্রেতাদের। এদিন রাতে ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্র বাজারের পাইকারি বাজারে প্রত্যেক কেজিতে ইলিশের নিলাম হয়েছে পাঁচশ থেকে সাড়ে আটশ টাকায়। তবে এই মরশুমে উৎপাদন ভাল হলে দ্রুত দামও কমবে বলে ব্যবসায়ীদের অনুমান। জেলা মৎস্যদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'গত কয়েক বছর ধরে এই ২ মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফলে মৎস্যজীবীদের মধ্যে ছোট মাছ ধরার প্রবণতা কমেছে। ফলে গভীর সমুদ্রে ইলিশের ওজন বাড়ার পাশাপাশি পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এবার মরশুমের শুরুতে সমুদ্রের মোহনাতে ভাল ওজনের ২০ টনের বেশি ইলিশ মিলেছে বলে জেনেছি। তবে ৫০০ গ্রাম ওজনের কম ইলিশ যাতে না ধরা হয়, তার ওপরও নজর রাখা হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের সচেতন করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া ঠিকঠাক চলতে থাকলে আগামী দিনে ইলিশের আকাল অনেকটাই মিটবে।'

বর্ষার শুরুতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত বর্ষার ভালো পূর্বাভাস মিলেছে। তাপমাত্রাও ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রির আশেপাশে রয়েছে। গভীর সমুদ্রের ইলিশ পাওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে আদর্শ আবহাওয়া বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মৎস্যজীবীরা। মৎস্যজীবীদের একাংশের ধারণা, গত মরশুমগুলোতে এই আবহাওয়া ছিল না। উল্টে নিম্নচাপের জেরে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাঁধা পেতে হয়েছে মৎস্যজীবীদের। ফলে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে ট্রলার মালিক থেকে মৎস্যজীবীদের। এবার মাত্র তিনদিনের মধ্যে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরে আসা এফ বি সুস্মিতা নামক ট্রলারের মাঝি শুকদেব দাস নামখানা ঘাটে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বাবার হাত ধরে সেই ছোট বয়স থেকে সমুদ্রে ইলিশ ধরতে যাচ্ছি। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারের আবহাওয়া মাছ ধরার পক্ষে উপযুক্ত। মাছ ধরতে ধরতে শিখেছি জলের রঙ কালচে হলে ভালো ইলিশ মেলে। কারণ, জলের এই রঙে ইলিশের ঝাঁক সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত চলে আসে। এবার মরশুমের শুরুতেই গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়েই মোহনাতেই জলের রঙ কালচে দেখা গিয়েছে। আর জাল দিতেই উঠে এসেছে ইলিশ। গভীর সমুদ্রে আর যেতে হয়নি।' কাকদ্বীপ ঘাটে দাঁড়িয়ে আরেক মৎস্যজীবী অজিত প্রামাণিক জানালেন, 'সাধারণত চারদিন ট্রলারে চেপে গভীর সমুদ্রে যাওয়ার পর ইলিশের দেখা মিলত।

এবারে দুদিন ট্রলারে করে মোহনাতে ঢুকে ইলিশের জাল ফেলি। আর তাতেই ভালো ইলিশ মিলেছে। প্রত্যেক ট্রলার কমবেশি চারশো থেকে পাঁচশো কেজি ইলিশ পেয়েছে। সঙ্গে অন্যান্য সামুদ্রিক চিংড়ি ও মাছও। ইলিশের ওজনও বেশ ভালো। এই আবহাওয়া আমাদের মাছ ধরার ক্ষেত্রে ভীষণ উপযুক্ত। কয়েক বছর পর এবারেও সমুদ্রের জলের রঙ কালচে দেখা গিয়েছে। এই কালচে জলেই ইলিশের ঝাঁক থাকে। আশা করছি এই মরশুমে ভালোই ইলিশ মিলবে।'

তবে নগেন্দ্র বাজারের এক আড়তদার বলেন, 'দীর্ঘদিন ইলিশের আকালের পর মরশুমের প্রথম ইলিশ বলেই দাম একটু চড়া।' মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে শুনেছি এবারে ইলিশের উৎপাদন ভালো হবে। বাজারে ইলিশের চাহিদাও রয়েছে যথেষ্ট। উৎপাদন ভালো হলেই ইলিশের দাম এমনিতেই কমে যাবে।' গভীর সমুদ্রের পাশাপাশি বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জের মোহনাতেও ছোট ছোট ট্রলারে চেপে ইলিশ ধরেন মৎস্যজীবীরা। প্রত্যেকদিন ভোরে বেরিয়ে মাছ ধরে সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত ঘাটে ফিরে আসে ট্রলারগুলো। গত কয়েক বছর এখানকার ইলিশের ওজন তুলনামূলক কম ছিল। এবারে সেই ইলিশও ভালো ওজনের মিলছে বলে জানিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতি জানান, 'মরশুমের শুরুতেই ভালো ইলিশ মিলেছে। আশা করছি ভালো ইলিশ মিলবে। বাকি সবটাই আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। আর কিছুদিন না গেলে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মিলবে কি না বলা যাচ্ছে না।

ইলিশ মারির চরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ''ইলিশ মারির চর'' কথাটার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। বাংলার মানুষকে ইলিশমারির চরের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন প্রয়াত সাহিত্যিক আব্দুল জব্বার মহাশয়। নোদাখালি থানা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন জব্বার সাহেব। আর ওই এলাকারই রায়পুর নদীর ধার ধরে ১ কিমি হেঁটে গেলেই ইলিশমারির চর। অর্থাৎ গদাখালি গ্রাম। ইলিশ মারির চর নামটা জব্বার সাহেবের দেওয়া। এই গদাখালি গ্রামে সম্পূর্ণ জেলেদের বাস। নদীতে মাছ ধরাই ছিল যাদের একমাত্র জীবিকা। বর্ষাকালে জাল ভর্তি ঝাঁক ঝাঁক ইলিশ পড়ত। আর নৌকায় করে গদাখালির চরায় এসে উঠত বাজারে যাবার জন্য। সেই মাছমারাদের সংসারের সুখদুঃখ হাসিকান্না, মান–অভিমান, বৈধ–অবৈধ প্রেম ভালাবাসার জীবন সারণীই ছিল উপন্যাসের মূল বিষয়। জব্বারের কাল থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। নদীতে মাছ নেই, জেলের ঘরে জাল নেই। তবে নৌকা আছে। আর নদীর বুক ভরা নিত্য পলিমাটি আছে। বুড়ুলের চরা, হীরাপুরের চরা থেকে পলি কেটে নৌকা বোঝাই করে রায়পুরের ঘাটে আনে। সাদা বালি হিসাবে তা দূর দূরান্তে সাপ্লাই হয়। জীবিকা পালটেছে কিন্তু পালটায় নি প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংস্কার।

তাই তো দশহারার দিন গঙ্গা পুজোয় মেতে ওঠে সমস্ত গ্রাম। তার আগের দিন হয় মহোৎসব হরিনাম। দশহারার দিন গঙ্গা পুজো। এই গঙ্গা মায়ের পুজো করেই প্রাচীন কালে জেলেরা নদীতে নৌকা ভাসাত ইলিশ ধরার জন্য। মা গঙ্গাও তাদের নিরাশ করতেন না। তাই সেই বিশ্বাস নিয়েই মকরের পুজো আজও চলে আসছে। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়ত সদস্য মানিক বারিক মহাশয় বললেন যে এই গদাখালি গ্রামে মোট তিনটি পুজো হচ্ছে। আমাদের আগামী কাল বিচিত্রানুষ্ঠান আছে। চারদিকে ঢাকের আওয়াজ আর মাইকে হিন্দি গানের আওয়াজের জেরে কান পাতা দায়। মনে হল ইলিশমারির চরের কুশীলবদের বংশধররা সময় তালে তালে অনেক পালটে গিয়েছে।

ইলিশ বিধি উধাও নজরদারির অভাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: এ যেন বজ্র আটুনিতে ফস্কা গেরো! সরকারি প্রচার আছে। মৎস্যবন্দর ও আড়তগুলোতে নজরদারির জন্য কর্মীও রাখা আছে। কিন্তু সবকিছুর পরও মরশুমের শুরুতেই খোলা বাজারে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো গ্রামের কম ওজনের ইলিশ। তারপরও মৎস্যদপ্তর থেকে পুলিশ–প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। কি ভাবে ধরা পড়ছে এই কম ওজনের ইলিশ? কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতির অভিযোগ, 'সরকার নতুন আইন করে ২৩ সেমি দৈর্ঘ্যের কম ইলিশ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

পাশাপাশি ৯০ মিমি–র কম ফাঁসের জাল ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ রয়েছে। কিন্তু বাজারে ছোট ফাঁসের জাল দেদার বিক্রি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বেশি মুনাফা লাভের আশায় লোভে পড়ে বেশ কিছু অসাধু মৎস্যজীবী গোপনে বেআইনি ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার করে অবাধে ছোট ইলিশ ধরছে। এই অসাধু মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য বাকি মৎস্যজীবীদের বদনাম হচ্ছে। আইন ভাঙার প্রবণতা বাড়ায় আমরা হতাশ। অবিলম্বে মৎস্যদপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন এই সমস্ত অসাধু মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিক। পাশাপাশি অবিলম্বে আরও কড়া আইন করে বাজারে ছোট ফাঁসের জাল বিক্রি বন্ধ করুক সরকার।'

পাঁচশো গ্রামের কম ওজনের ইলিশ বা মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছে 'পিল ইলিশ' নামে খ্যাত। মূলত এই 'পিল ইলিশ' সংরক্ষণের জন্য গত কয়েক বছর ধরে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ইলিশ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা রয়েছে। পাঁচশ গ্রাম ওজনের থেকে কম ওজনের ছোট ইলিশ ধরলে এবং বিক্রি করলে জেল ও জরিমানার আইনও আছে। সেই মোতাবেক মৎস্যদপ্তরের পক্ষ থেকে রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ–বকখালি, গঙ্গাসাগর ও ডায়মন্ড হারবারের মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে লিফলেট ও মাইক দিয়ে জোরদার প্রচারও চালায় মৎস্যদপ্তর। তারপরেও মরশুমের শুরুতেই রমরমিয়ে ছোট ইলিশ বাজারে অবাধে কেনাবেচা হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজ্যের অন্যতম ইলিশের বড় আড়ত ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজার।

পাইকাররা এই বাজার থেকে নিলামে মাছ কিনে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিক্রি করেন। এখানে রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর ও বকখালি–ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্যজীবীদের ধরা ইলিশ পাইকারি বিক্রি হয়। গত কয়েকদিন ধরে নগেন্দ্রবাজারের আড়ত সহ ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, নিশ্চিন্দপুর, কুলপি, লক্ষ্মীকান্তপুর ও রায়দিঘির খোলা বাজারে অবাধে ছোট ইলিশ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। মূলত নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ–বকখালি ও ডায়মন্ড হারবারের একাংশ মৎস্যজীবী ছোট ছোট ট্রলারে চেপে সমুদ্রের মোহনা ও নদীতে ইলিশ ধরেন। প্রত্যেকদিন ভোরে বেরিয়ে মাছ ধরে সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত ঘাটে ফিরে আসে এই সমস্ত ট্রলারগুলো। গত কয়েক বছর এখানকার ইলিশের ওজন তুলনামূলক কম ছিল। এবারেও সেখানকার মৎস্যজীবীরা ভালো ইলিশ মিলছে বলে জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ফাঁসের জালে বেশি ছোট ইলিশ ধরা পড়ে। সেই মাছ বিভিন্ন আড়ত ঘুরে চলে আসছে খোলা বাজারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নগেন্দ্রবাজারের এক আড়তদার অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, 'বেশিরভাগ ছোট ইলিশ এই আড়ত পর্যন্ত আনে না মৎস্যজীবীরা। গোপনে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়।' মৎস্যজীবীদের একাংশের অভিযোগ, 'এবারেও ইলিশের ঝাঁকের সঙ্গে বেশ কিছু ছোট ইলিশ জালে উঠে এসেছে। সেটা ইচ্ছাকৃত ভাবে ধরা নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার করে যারা ছোট ইলিশ ধরছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।' মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, গত সোমবার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর মঙ্গলবার ভোররাত থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘি থেকে ছোট–বড় মিলিয়ে হাজার চারেক ট্রলার গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। কম সময়ের মধ্যে সমুদ্রে মাছ ধরে শনিবার বিকেল থেকে নামখানা, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘির ঘাটগুলোতে ফিরতে শুরু করেছে মৎস্যজীবীদের ট্রলার। প্রত্যেক ট্রলার কমবেশি চার'শ থেকে কেজি করে ইলিশ ধরে নিয়ে এসেছে।

গড় ওজন প্রায় পাঁচশো থেকে আটশো গ্রামের আশেপাশে হলে তিনশো থেকে চারশো গ্রাম ওজনের ছোট ইলিশও মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩০ টনের কাছাকাছি ইলিশ মিলেছে। গত কয়েক বছরের সঙ্কট কাটিয়ে মরশুমের শুরুতেই আশানুরূপ ইলিশ মেলায় আশার আলো দেখছেন মৎস্যজীবী থেকে ব্যবসায়ীরা।

তবে রবিবার সকালে কাকদ্বীপ ও ডায়মন্ড হারবারের বাজার ঘুরে দেখা গেল এই তিনশো থেকে চারশো গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম যাচ্ছে ৬০০ টাকা করে। অন্যদিকে মৎস্য দপ্তরের দাবি, বিধি নিষেধ নিয়ে কঠোর মনোভাব নেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের সহকারি মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ জানান, 'নিয়মিত প্রচারের পাশাপাশি আড়ত ও খোলা বাজারে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন মৎস্য বন্দরে ট্রলার ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। দেখা হচ্ছে মৎস্যজীবীদের ধরে আনা বড় ইলিশের পাশাপাশি ছোট ইলিশের পরিমাণ। ১৫ থেকে ২০ শতাংশের বেশি ছোট ইলিশের পরিমাণ দেখলেই আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

হ্যাং ওভার

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে ফলও প্রকাশিত হয়েছে অনেকদিন হল। এমনকি বিধানসভা ও সরকার সবই গঠিত হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীরা দপ্তরের কাজও বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি নির্বাচনের হ্যাংওভার এখনও কাটে নি। রাজনৈতিক দলগুলি বসেছে বিশ্লেষণে। কোথায় হার, কেন হার! প্রশাসনে নির্বাচন পরবর্তী রদবদল। পাড়ায় পাড়ায় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট। চায়ের দোকান, রেস্তরাঁ, অফিস, কাছারিতে নির্বাচনের নানা গুঞ্জন এখনও গুন গুন করছে। সরকারি অফিসে নির্বাচনের পরেই মুখ্যমন্ত্রী দিদির ভাতা নিয়ে কাটা ছেঁড়া যেমন চলছেই। তেমনি হ্যাংওভার কাটে নি সাংবাদিকদেরও। তাঁদের নজর এখন ভোটের গন্ধ মাখা ঘটনার দিকে। কি ঘটেছিল ভোটের দিন, কিভাবে কাটল ভোট গননা পর্যন্ত মাঝে কটা দিন, ফল বেরোতেই কেমন ছিল বাংলার রূপ। এখনও পাড়ায় পাড়ায় কে কি বলছে সবেতেই শ্যেন দৃষ্টি তাঁদের। এমনই সব নজরদারি লেখা উঠে আসবে এই কলমে। চলবে হ্যাংওভার না কাটা পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর কাজকে ত্বরান্বিত করাই লক্ষ্য : নির্মল

কল্যান রায়চৌধুরি

উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নির্মল ঘোষের জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষকের পাশাপাশি দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে রাজ্য বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক হিসেবেও মনোনীত করেছেন। আলিপুর বার্তা'য় তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনটি লিখেছেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রতিনিধি : কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সব থেকে প্রবীণতম রাজনৈতিক নেতৃত্বের নাম নির্মল ঘোষ। তিনি পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচিত হলেন। এই নিয়ে চারবার তিনি এই কেন্দ্রের বিধায়ক হন। ইতিমধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সৌগত রায়, বারাসতের সাংসদ ডা কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বনগাঁর সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর ও বসিরহাটের সাংসদ ইদ্রিশ আলির পক্ষ থেকে নির্মলবাবুকে সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করেছেন জেলার বিভিন্ন বিধায়কগণও। পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে জানালেন, ছাত্র জীবন থেকে তিনি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আঙিনায় আছেন। ছাত্র সংসদের নেতৃত্বেও ছিলেন। পরবর্তীতে রাজ্যব্যাপী শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে যখন তৃণমূল কংগ্রেস গঠন হয়, তখন সেই সূচনালগ্নে নির্মলবাবুও নেত্রীর নীতি আদর্শকে সম্মান জানিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মলবাবুকে তার উপযুক্ত সম্মান জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এই প্রবীণতম বিধায়ককে সরকারি মুখ্য সচেতকের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে রাজ্য বিধানসভাকে নিপুণভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আশাবাদী নির্মলবাবু নিজেও। একদিকে বিধানসভার এই গুরুদায়িত্ব যেমন তাঁর কাঁধে আছে, তেমনই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষকের দায়িত্বভারও তাঁর উপরে ন্যস্ত। নির্মলবাবুর এই মর্যাদায় তাঁর বিধানসভা এলাকাসহ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সর্বস্তরের অধিকাংশ তৃণমূল কর্মীরাই উচ্ছ্বসিত।

মুখোমুখি

তৃণমূল জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নির্মলবাবু তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'নেত্রী যেটা ভাল বুঝেছেন, তাই করেছেন। তবে আমার কাজের মাধ্যমে যাতে তাঁর এই মর্যাদাদানের যোগ্য সম্মান রাখতে পারি, তার জন্যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকব। পাশাপাশি তাঁর উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়াটাই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি।'

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ঐতিহাসিক জয় ও নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রসঙ্গে নির্মলবাবু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের জয়ের একমাত্র হাতিয়ারই হল, উন্নয়ন। নেত্রীর এই মানসিকতা আর সদিচ্ছারই প্রমাণ হল, এই জয়। সদ্য সমাপ্ত পর্বে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি এও প্রমাণ করেছেন যে, কাজ করার ইচ্ছা থাকলে কাজ করা যায়। এই বাংলাকে 'বিশ্ববাংলা গড়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়েছেন, সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই তিনি এগিয়ে চলেছেন। বিগত পাঁচ বছরে তিনি ঠান্ডা ঘরে বসে সরকার চালনায় একঘেঁয়েমি বাধন থেকে বেরিয়ে প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে–গঞ্জে পৌঁছেছেন। তিনি মানুষের অত্যন্ত কাছের থেকে দারিদ্র্যকে উপলব্ধি করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের শোষণ ও বঞ্চনাকে।

একই সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছেন এগুলি মোচনের প্রয়োজনীয়তাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপলব্ধিই তাকে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বেদের থেকে পৃথক করেছে। একারণেই একাধিক নির্বাচনী প্রচারে তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে, ২৯৪টি আসনেই তাঁকে প্রার্থী মনে করে ভোটদানের কথা।'

মন প্রাণ ভরিয়ে দিল আমার খুদে বন্ধু সুস্মিতা

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

আমি কলকাতায় ফিরছি। চারদিন পর। সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ থানার সমশেরনগরের অশোক মন্ডলের বাড়ি থেকে। সেটা ছিল জানুয়ারি মাস, ২০১৬। শীতের সকাল। বেলা আটটা। একটু দেরি করে ফেলেছি। সর্দারপাড়া ঘাট থেকে ন'টার বোটটা ধরতে হবে। না পারলে, পরের বোট এক ঘন্টা পরে। মেশিন বোট। ধামাখালি ঘাটে পৌঁছতে দু'ঘন্টা। একটু চিন্তিত। যাইহোক, গৃহকর্তাকে, তাঁর স্ত্রীকে ও বাড়ির অন্যান্যদের এক এক করে সবাইকে বলে বিদায় নিলাম।

কিন্তু সুস্মিতা কোথায় গেল? সে তো উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে না বলে আমি যাই কী করে? আমি আজ চলে যাব ও জানতো। সকালবেলা ঘরের মধ্যে আমি যখন বেরবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, সুস্মিতা ঘুম ঘুম চোখে আমার কাছে এসে বলল, তোমার 'বডি ওয়েল'টা নিয়েছ? সেই মেয়ে এখন গেল কোথায়? সুস্মিতার মা বললেন, ওকে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখেছি। মায়ের কথা শেষ না হতেই, সুস্মিতা ঘরের ভিতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে কয়েকটা সবেদা। আমার কাছে এসে বলল, – এটা নিয়ে যাও।

– নেব কী করে? তাৎক্ষণিক জবাব, – দু'টো পকেটে।

সুস্মিতার মা একটা ব্যাগে করে বড় বড় দেখে কুড়ি–বাইশটা সবেদা আমাকে দিচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে দু'টো ব্যাগ আছে বটে, কিন্তু তাতে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাড়তি ব্যাগ বয়ে আনার উপায়ও নেই। মাকে বোঝাতে পারলেও, মেয়েকে পারছিনা। তার বক্তব্য ব্যাগে না হয় জায়গা নেই, পকেট দু'টো তো খালি। ওর বয়সে ওটাইতো বলবে ও। বছর এগারোর মেয়েটি ফাইভে পরীক্ষা দিয়েছে। সিক্সে উঠবে।

আমি যেদিন ওদের বাড়ি থেকে চলে আসছি, সেদিনই ওর রেজাল্ট বেরোবার কথা। আমি যে–সময়টা ওদের বাড়িতে ছিলাম, সে–সময় ওর ছুটি। ওর একটা দাদা আছে। তার নাম শৌভিক। বয়স ষোলো। ক্লাস টেনে পড়ে। সুস্মিতা সমশেরনগর হাই ইসকুলে পড়ে। কিছুটা হেঁটে তার পর ট্রেকারে করে ইসকুল যায়। প্রতিদিন মায়ের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া আর টিফিনের পয়সা পায়। সুস্মিতা তার দাদুকে খুব ভালবাসে। দাদুর বয়স ৮২। অসুস্থ। বিড়ি–সিগারেট বারণ। কিন্তু দাদুর সিগারেট খাওয়ার বড় ইচ্ছা। দাদুর জন্যে নাতনির খুব মায়া হয়। সে দাদুর ইচ্ছা পূরণ করে। টিফিনের পয়সা থেকে সিগারেট কিনে এনে দাদুকে খাওয়ায়। সুস্মিতা খুব গোপনে এ কাজটা করে। জানাজানি হয়ে গেলে দু'জনেই বকুনি খাবে। সিগারেটটা জ্বেলেও দিতে হয়। দাদু জ্বালবে কী করে? ডান হাতটা তো নাড়তে পারে না। প্যারালিসিস। তাই বাঁ হাতে চামচে করে খেতে হয়।

যেদিন অশোকবাবুর বাড়ি পৌঁছেছি, তার পরের দিন সকালে মুন্ডাপাড়ায় যাব ঠিক করেছি। আমার যেতে হবে জেনে অশোকবাবুর বৌদি বললেন, 'আপনি দুটো খেয়ে বেরুবেন। ভাত হয়ে গেছে।' এসব জায়গায় তিন বেলা ভাত খাওয়ার রেওয়াজ। সকাল, দুপুর ও সন্ধে। তাছাড়া, ফিরব কখন তার ঠিক নেই। কাজেই স্থির করলাম, খেয়েই বেরুবো। সুস্মিতার মা বললেন, মেয়েটা ঘ্যান ঘ্যান করছে ও দাদুর সঙ্গে যাবে।

– ওর তো কষ্ট হবে। আমি ফিরব অনেক বেলায়।

– না না কষ্ট হবে না। বাঁধ ধরে মিনিট দশেক হাঁটলে মুন্ডা পাড়া।

– ফিরতে দেরি হলে খিদে পাবে?

– তুমি তো ফিরে এসে চান করবে, খাবে? আমিও তখন আসবো। সুস্মিতার চটজলদি জবাব।

আর কথা না বাড়িয়ে খেয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। সুস্মিতা আমার প্লাস্টিকের ব্যাগটা নিল। তাতে আমার খাতাপত্র, পেন, পেন্সিল টুকিটাকি আরো কিছু জিনিস। আর ক্যামেরাটা আমার গলায় ঝোলানো। বাঁধের গায়েই এদের বাড়ি। দ'জনে নদী–বাঁধের ওপর উঠলাম। সামনে বিশাল কালিন্দী নদী। এপারে ভারতীয় সুন্দরবনের শেষ গ্রাম সমশেরনগর। নদীর ওপারে বাংলাদেশের ভেটখালি জঙ্গল। এখন নদীতে ভাটা। চরে একটা ছোট ডিঙি নৌকো গেঁও গাছের গায়ে বাঁধা। চরটা ভেঙে ভেঙে খুব ছোট হয়ে গেছে। কিছু বানি আর গেঁও গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা বাঁধ ধরে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে সুস্মিতা বলল, ঐ যে ডিঙি নৌকোটা দেখলে ওটা আমাদের। বাবা এ নৌকোটা নিয়ে মাছ–কাঁকড়া ধরতে যায়।

সুন্দরবনের ডায়েরি

– বাবা যখন কাঁকড়া ধরতে জঙ্গলে যায় তোদের ভয় করে না? প্রশ্নটা করেই ফেলি ওকে।

– করে তো। কিন্তু বাবা শোনে না। মা কত বলে, তবুও যায়। সুস্মিতাকে কেমন বিমর্ষ লাগে।

– বাবা কাঁকড়া ধরে আনলে কী করিস?

– বিক্রি করে। আমরাও খাই। কুটুম এলে তাদের দেয়।

– আমাকে দিবি?

– হ্যাঁ। তুমি থাকো। কোটালে বাবা কাঁকড়া ধরতে যাবে।

– কিন্তু আমি তো তোদের কুটুম নই।

– হ্যাঁ তুমিও কুটুম। মা বলেছে, তুমি দাদু হও। ওই যে সামনে আর একটা দাদু আসছে। গুণিন দাদু।

– গুণিন দাদু?

– হ্যাঁ, আমাদের পাড়ায় থাকে। আমার জ্বর হলে, মা দাদুর কাছে পাঠায়, ঝাড়াতে। ঝাড়ালে জ্বর ছেড়ে যায়।

আমরা গল্পে গল্পে মুন্ডা পাড়ায় এসে গেছি। মুন্ডা পাড়াটাও নদী–বাঁধের গায়ে। পাড়ার মধ্যে ঢুকে কয়েকজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁদের ফটোও তুলেছি। সুস্মিতা প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। ফটো তোলার পর ছুটে এসে ক্যামেরার স্ক্রিনে চোখ রেখে দেখছে ফটোটা কেমন হল। ফটো তোলার পর তাঁদের নামধাম লিখে রাখছি। আমাকে চাইতে হচ্ছে না, ঠিক সময়ে সুস্মিতা প্লাস্টিকের প্যাকেটটা নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে।

আমি বললাম সুস্মিতা, চল এবার বাড়ি যাই। দেড়টা বেজে গেছে। খুশি হয়ে বলল, চল। বুঝেছি, ওর আর ভালো লাগছে না। বাড়িতে গিয়ে চানটান করে খেতে গেছি, দেখি মাটির বারান্দায় পরিপাটি করে আসনপাতা আর জলের গেলাস বসানো। আমি গিয়ে একটা আসনে বসলাম। সুস্মিতা সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে এসেই আমার জলের গেলাসটা বদলে দিল। বলল, এই গেলাসের জলটা খাবে। ব্যাপারটা বুঝলাম। প্রথম দিন মা সুস্মিতাকে একটা বড় জ্যারিকান দেখিয়ে বলেছিলেন, এই জল নতুন দাদুকেও দেবে। 'মিনারাল ওয়াটার', যে জল বাড়ির দাদুকে খেতে হয়। এ ব্যাপারে আমার খুদে বন্ধুর কোনও দিনও ভুল হয় নি।

অনেকটাই দেরি হয়েছে। আর না দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করলাম। কিছুটা গিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি, সুস্মিতা ওর মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে।

মাঙ্গলিকী

'সুচিত্রা–উত্তম'

ইন্দ্রজিৎ আইচ

চিত্রা অভিনেত্রী। সে সব সময় সুচিত্রা সেনের মতো হতে চায়। তার কথা বলা, অভিনয়, হাঁটা চলা, শাড়ি, মেকআপ থেকে সব স্টাইল তার পছন্দের। অথচ চিত্রা সিরিয়ালের সাইড রোল করে। ভালবেসে চিত্রা প্রাণতোষকে বিয়ে করে বাড়ি ছেড়েছিল। প্রাণতোষ বেকার মাতাল–চোর–লম্পট। এত অশান্তি অত্যাচার অসহযোগিতা সত্ত্বেও চিত্রা 'সুচিত্রা সেন' হতে চায়। যার

জন্য চিত্রা নাম বদল করে সুচিত্রা হয়েছে। প্রাণতোষকে উত্তম বানাতে চায়। আর স্বপ্নে ভেসে যেতে চায় চাওয়া পাওয়া হারানো সুর, সবার ওপরে, অগ্নিপরীক্ষা, শাপমোচন–এরমতন ছবির সিকোয়েন্সে। মাঝে মধ্যে প্রাণতোষ থুরি উত্তমের সাথে ঘুমঘুম চাঁদ, গানে মোর ইন্দ্রধনু, কে তুমি আমাকে ডাকো, এই রাত তোমার আমার, এসব গানে দুজনে নেচে ওঠে।

এই ঘটনা চলতে চলতে বাস্তব জীবনে ফিরে আসে চিত্রা–সুচিত্রা থেকে। ঘরে অনটন, মনের মতন চরিত্র না পাওয়া, সংসারে অশান্তির জেরে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েও প্রাণতোষের টানে ফিরে আসে চিত্রা। ভালমন্দের সংসারে সুচিত্রা–উত্তমের মুখোশ ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে হাঁটতে শুরু করে।

বাঁশদ্রোণী শিল্পনের এটি নবতম প্রযোজনা। গিরিশ মঞ্চে যেহেতু প্রথম শো ছিল তাই বেশ কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। আলো থেকে কোরিওগ্রাফি, অভিনয় থেকে মঞ্চসজ্জা সবেতেই সামান্য খামতি ছিল। আশা করা যায় আগামী শোগুলোতে ''সুচিত্রা উত্তম'' দর্শকদের ভাল লাগবে। কারণ একটাই, স্বপ্নে বিভোর এক ফ্যান্টাসি নাটক এটি। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এর নাটক 'সুচিত্র–উত্তম' নির্দেশনা সীমিকা রায়। চিত্রা সুচিত্রা চরিত্রে সীমিকা রায়, প্রাণতোষ উত্তম চরিত্রে সুদর্শন দাস যথাযথ। এছাড়া জয়তী চক্রবর্তী, দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অরিজিৎ মুখোপাধ্যায়, তাপসী কুমার, শোভন চক্রবর্তী, কৌশিক মন্ডল, নিলাঞ্জন পাল, কাজী মকবুল, অপর্ণা পাকিরা, 'নির্মল মন্ডল, কৃষ্ণা মজুমদারের অভিনয় মোটামুটি।

যোগীন্দ্রনাথ স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল 'শতভিষা নতুন আলোর সন্ধানে' পত্রিকা। হাওড়ার সালকিয়ায় অবস্থিত এই সংস্থা এই উপলক্ষে গত ১১ জুন তারিখে স্থানীয় সালকিয়া এএস হাই স্কুলে ছোটদের নিয়ে আয়োজন করে নানা অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমির কর্ম–পরিষদ–সদস্য ডঃ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বামাপদ দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিখিল কুমার মন্ডল, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ডঃ নূপুর বসু প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সহ সভাপতি সাহিত্যিক মন্টু দেবনাথ। এরপর ডঃ নূপুর বসুর তত্ত্বাবধানে ছোট ছোট বাচ্চারা পরিবেশন করে কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কবিতার ওপর ছড়ার কোলাজ। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জীবনের নানা অজানা দিক নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনার পর পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করেন পার্থজিৎবাবু। যে সমস্ত লেখকের লেখায় বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ তাঁদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করান সংস্থার তথা পত্রিকার সম্পাদক চিরন্তন মুখোপাধ্যায়। মোট ৫০ জন কবি–লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি। এরপর বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কবির ছড়া শোনালো নূপুর বসুর ছাত্র–ছাত্রীরা। বেশ কিছু ছড়ার গান অনেকদিন পর শোনা গেল তিন খুঁদে শিল্পী — পূরবী দাস, পৌরবী দাস ও সৌম্যদীপ সরকারের গলায়। এছাড়া ছড়া পরিবেশন করল দিয়াশা দেব, রিতিকা সান্যাল, অদ্বৈত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। সাংবাদিক নরেশ মণ্ডলও শোনান একটি ছড়া। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন অম্বালিকা পাল চৌধুরী। সব শেষে ম্যাজিক দেখিয়ে মন ভরালো ছোট্ট জাদুকর ব্রত। ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ছিলেন মানস কাঁড়ার ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিল শুভেচ্ছা মুখোপাধ্যায়।

মহাজাতি সদনে নৃত্যকলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ মে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কলকাতার মহাজাতি সদনে ৬ষ্ঠ বর্ষ নৃত্যকলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আই ডি কালচারাল আকাদেমির উদ্যোগে উক্ত উৎসবে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা চপল ভাদুড়ি, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় সংগীত ও কলা বিহারের সুভাষ মালাকার এবং সংগীত বিশারদ প্রিয়া মালাকার প্রমুখ। উক্ত অতিথিদের পুষ্পস্তবক, স্মারক ইত্যাদি দিয়ে বরণ শেষে চপলবাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের মায়ের চরিত্রের একটি অভিনয় করে অভিনন্দিত হন। গবেষক বাসুদেববাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন যে নৃত্যের সৃষ্টিকর্তা মহাদেব। তাঁর 'ডমরু' ধ্বনি থেকে উদ্ভুত ছন্দের অনুরণন এবং দেহছন্দের সংযুক্তিই হল নৃত্য। ব্রহ্মা প্রথমে মহাদেবের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করে তাঁর পঞ্চ শিষ্য নারদ, রম্ভা, হুহু, তুমরু এবং ভরতকে শিক্ষা দেন। পরে ভরতমুনি পৃথিবীতে সঙ্গীত (নৃত্যগীত ও বাদ্য) প্রচার করেন। সিন্ধু সভ্যতার আমলেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উদয়শঙ্কর, বিরজু মহারাজ, রুক্মিনীদেবী, রামনারায়ণ মিশ্র, সীতারা দেবী, থাঙ্কামণি কুট্টিরা নৃত্যের এই কলাকে মেলে ধরেন। গত ২১ জানুয়ারি ২০১৬ আমেদাবাদে পরলোক গমন করেন ৯৭ বছর বয়সী নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী দেবী। যিনি দেবদাসী প্রথার অন্ধ কুঠুরি থেকে ভারতনাট্যমকে প্রকাশ্যে সম্মানজনক নৃত্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার জনক বিক্রম সারাভাইয়ের স্ত্রী। এছাড়াও তিনি বলেন যে বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর মধ্যে কত্থক, কথাকলি, ভারতনাট্যম, মণিপুরী, ওড়িশি, কুচিপুড়ি ইত্যাদি অন্যতম। তাছাড়াও বর্তমানে লোকনৃত্য, বাউল, রায়বেশে, লেটো, ঝুমুর, বিহু, ছৌ, ঢালি ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়া অন্যান্য অতিথিরাও নৃত্যের কলাকৌশল নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এদিন ৩০ জন নৃত্যশিল্পীকে মানপত্র সহ পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সম্পাদিকা দীপা রাও, পরিচালক বিক্রম ইয়াদাদ নৃত্য নির্দেশক কবিতা শর্মা ছাড়াও সহযোগিতায় স্বীকৃতি ভট্টাচার্য, সোমনাথ চিত্রকর, শুভদীপ দাস, রোহিত গুপ্তা, ঈপ্সিতা মৈত্র, প্রসেনজিত মণ্ডল সহ পিউ, দিলীপ প্রমুখের ভূমিকাও মনে রাখার মতো। এছাড়া কর্ণধার মহঃ ইমরান ও সুভাষ সুর–এর অ্যাঙ্কারিংয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ সহ প্রেক্ষাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ।

জোড়া আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল এএনএস গ্রুপের এক জোড়া কোম্পানির আত্মপ্রকাশ। এই উপলক্ষ্যে হাজির হয়েছিলেন সমাজের নানা পেশার বেশ কয়েকজন কৃতী ব্যক্তিত্ব। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অরুণিমা ঘোষ, ছোট পর্দার ঝিলিক হিসাবে পরিচিত শ্রীতমা, ঋতাভরী চক্রবর্তী, ছোটপর্দার দুষ্টু ঐন্দ্রিলা সেন, দেবদূত ঘোষ, পরিচালক রাজা সেন, বাস্তুকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্টরা। এএনএস–এর পক্ষ থেকে অতিথিদের যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সম্মানিত করা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু করে সংস্থার মিডিয়া এবং কনস্ট্রাকশনের ওপর তৈরি হওয়া দুটি কোম্পানি। সংস্থার পক্ষ থেকে এমডি অমিত কুমার সরকার সকলকে স্বাগত জানান। এছাড়া সুচারু সঞ্চালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে আলাদা মাত্রা প্রদান করেন সাংবাদিক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমানে কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৫ মে বর্ধমান জেলার চৈতন্যপুর গ্রামের শৈলেশ্বর সংঘের সাংস্কৃতিক শাখার 'জাগরুক'–এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ 'কবি প্রণাম' অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন সেনাকর্মী মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

এছাড়া ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন সেনাকর্মী মতিলাল মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (সম্পাদক 'আহ্বান' পত্রিকা), শ্যামল যশ, প্রাক্তন শিক্ষিকা মিনতি রায়, সহদেব প্রামাণিক, সুভাষ রায়, অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে দুই বরেণ্য কবিকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে সাগ্নিক মুখার্জি, পায়েল মুখার্জি, সূর্যনারায়ণ হাটি প্রমুখ ৪ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে দর্শনে সর্বোচ্চ নম্বর ৯০ পাওয়ার জন্য পাঁচু গোপাল রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় দোয়েল ঘোষ এবং অর্পিতা ঘোষকে।

সেই সঙ্গে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য ৬ জন মোট ১৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিকে সঙ্গীতে রীতা দাস, দেবিকা চক্রবর্তী, ভজহরি প্রামাণিক, শ্যামল কুমার যশ ও অমল ভট্টাচার্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এছাড়া আবৃত্তিতে অঙ্কিতা দাস, অভিজিৎ দে, স্নেহা দে, রাজশ্রী রায় প্রমুখ প্রায় ৩৬ জন সহ সুভাষ রায় ও গোপাল সাহার 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' শ্রুতি নাটকটি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। সেই সঙ্গে তৃষা মুখার্জি, ইতি মন্ডল, অনিতা ঘোষ, সুচিত্রা সর্দার, সাথী মন্ডল প্রমুখের নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শিক্ষক ধনঞ্জয় ঘোষ এবং বংশী ঘোষের সুন্দর সঞ্চালনে বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

নব পর্যায়ে ব্যাঙ্গমার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ মে উপরোক্ত সংগঠনের আসর বসেছিল যথারীতি পি–৭৮, লেক রোডে। এদিন স্বনাম খ্যাত কবি অপূর্ব দত্তকে সংগঠনের তরফে 'ব্যাঙ্গমা রত্ন' সম্মাননা (প্রথম) জানানো হয়। আসরে বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয়া প্রাবন্ধিক কৃষ্ণা সেন। তাঁর ও অপূর্ব দত্তর হাতে মিষ্টির প্যাকেট সহ উভয়েরই গলায় মালা পরিয়ে দুজনকে সম্মান জানানো হয়, অনুষ্ঠানকেও সমৃদ্ধ করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অনবদ্য পরিবেশন। এরপরেই 'ব্যাঙ্গমা' সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে অপূর্ব দত্ত ও কৃষ্ণা সেনের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। এই পর্যায়ে প্রকাশক মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ সমৃদ্ধ ভাষণে বলেন, দিনে দিনে প্রকাশিত বিবিধ লেখার মাধ্যমে ব্যাঙ্গমা সাহিত্য পত্রিকার উত্তরণ ঘটছে, এই উত্তরণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আরও বলেন, তাঁর প্রকাশনা সংস্থার তরফে আগামী দিনে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত সেরা লেখাগুলির রচয়িতাদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে— এই প্রতিবেদক বলবেন, এ হবে এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল নিদর্শন, লিটল ম্যাগাজিন জগতে। এর পরেই অপূর্ব দত্তর সংবর্ধনার শুরু— সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেলাম অপূর্ব' ছড়া পাঠের মাধ্যমে। ছড়াটি শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসঙ্কোচে অপূর্ব দত্তর লেখার বিশেষ ঢংকে আত্মস্থ করে কৌতুকপূর্ণ বিস্তারের মাধ্যমে, অপূর্ব দত্তর 'প্রতিভা'–র কথাই তুলে ধরেছেন— অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে আলিপুর বার্তার সাংস্কৃতিক শাখা 'মাঙ্গলিকী'র তরফে সেলাম।

অতঃপর অপূর্ব দত্তর হাতে 'ব্যাঙ্গমা রত্ন' ফ্রেমড্ সম্মাননা, মানপত্র তুলে দিলেন শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেন, সকলের আন্তরিক উষ্ণ করতালিতে মুখরিত হল সভাঘর... এরপর মানপত্রটি পড়ে শোনান সংগঠনের সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বললেন, ২৫/২৬ বছর ধরেই ব্যাঙ্গমার সাথে অপূর্ব দত্তর হৃদ্যতা (সদস্য)। বস্তুতঃ অপূর্ব দত্তর লেখার তিনি সুন্দর বিশ্লেষণ করেন। বলেন, বিখ্যাত কবিদের লেখা অধ্যয়ন করে, কবি অপূর্ব দত্ত নিজের লেখার বিশেষ ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেন। তাঁর কৌতুকপূর্ণ কবিতার মধ্যে থাকে অতি আন্তরিক ভাবে কিছু বলার কথা। পশুপাখি, জড় বস্তুদের মুখে মানুষের ভাষা বসিয়ে 'অপূর্ব দত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর অনবদ্য বিবিধ হীরকদ্যুতি সম রচনার মাধ্যমে। ডঃ ভট্টাচার্য অপূর্ব দত্তর 'সিগনেচার পিস' কবিতা 'বাংলাটাংলা'র কথা উল্লেখ করে বলেন কবিতাটি হল প্রকৃতই ৩ জনের নাটক, যে কৌতুকপূর্ণ 'কাব্যময় নাটকটি'র মাধ্যমে কবি আমাদের 'ইঙ্গ বঙ্গ সমাজ'কে চাবুক কষেছেন। তিনি আরও বলেন, অপূর্ব দত্তর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ; তিনি তাঁর যে কোনও কবিতা স্মৃতি থেকে বলেন, তাঁর পাঠ হয় অনবদ্য। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে মাঝে মাঝে তাৎক্ষণিক ভাবে অপূর্ব দত্তর বিভিন্ন কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে তাঁর ভাষণকেও করলেন হীরকদ্যুতিসম উজ্জ্বল— তাঁকেও 'মাঙ্গলিকী'র তরফে 'সেলাম'।

তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে অপূর্ব দত্ত ব্যাঙ্গমাকে ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে যে ভালবাসা সমৃদ্ধ সংবর্ধনা জানানো হল তার জন্য যথারীতি কৌতুকপূর্ণভাবে তাঁর 'লেখালিখির' পিছনের কথা বললেন অতি অনায়াস ভঙ্গিতে, যা একমাত্র সেই লেখক/কবির পক্ষে সম্ভব যাঁর আছে গভীর অনুভূতি বোধ। শ্রী দত্ত তার 'বাঘের ছড়া' আবৃত্তি করে শোনালেন, যা ছিল এদিন আসরে উপস্থিত সকলের বিশেষ পাওনা।

কবি অপূর্ব দত্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করেই মঞ্চে ডেকে নিলেন তাঁর বহুদিনের পরিচিত ব্যক্তি, বরিষ্ঠ সাংবাদিক, জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ৮০–র দশকের মাঝামাঝি কবি অপূর্ব দত্তর সাথে তাঁর পরিচয় হয় 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের ভবানীপুরের বাড়িতে। তখন ওখানে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় বসত সাহিত্যের আসর। তখন 'যুবক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সব সভায় বৈঠকী জাদু দেখাতেন আর জাদু প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই অপূর্ব দত্তর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কারণ শ্রীদত্ত সব সময়েই জাদু প্রেমী। তাঁর অনুরোধে কবি অপূর্ব দত্ত দুটি ম্যাজিক নিয়ে দুর্দান্ত ছড়া লিখে দেন যে ছড়া দুটি চন্দননগর জাদুকর চক্রের বার্ষিক সম্মেলন হিসাবে প্রকাশিত সারণীতে পরপর দুবছর প্রকাশিত হয়।

দুটি সরণীকেই করে তোলে সকল জাদুকরের বিশেষ সংগ্রহের বস্তু। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বললেন, গত মার্চে গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালায় তাঁর এক মজার অভিজ্ঞতার কথা। ওই আসরে ১২ জন বালক বালিকা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নামে, বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করে। মজা হল এদের মধ্যে ৭ জন বলল অপূর্ব দত্তের 'বাংলাটাংলা!' তাই অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকের 'বাংলা টাংলা' আবৃত্তির সময়ে মোবাইলে অপূর্ব দত্তকে খোঁচাতে থাকেন, 'শুনুন, শুনুন, 'বাংলা টাংলা' বারবার শুনুন— আপনাকে শুনতেই হবে আপনি বহুৎ 'দখলদারি' চালাচ্ছেন!'

অতঃপর 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে' কে মান্যতা দিলেন মজাদার বড় ছবির তাসের ম্যাজিক, 'ঘোড়ার মাথা দেখিয়ে' বিশেষ করে অপূর্ব দত্তর নির্দেশেই ম্যাজিক দেখিয়ে এইভাবে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এদিন সভায় 'দখল দারি' চালালেন!

এদিন আসরে অনেক পরে এসে পৌঁছান স্বনাম খ্যাত বাচিক শিল্পী, কবি সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন এদিন আসরের প্রধান অতিথি। অপূর্ব দত্তর সাথে তাঁর অনেক দিনের পরিচিতির কথা বললেন। বললেন বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধ আসরে দুজনের যোগদানের কথা। অপূর্ব দত্তর ছড়া, অত্যন্ত কৌতূকপূর্ণ 'লঙ্কাকান্ড' তাঁকে অপূর্ব দত্তর 'ফ্যান' বানিয়ে দেয়।

বস্তুতঃ পরে তিনি 'লঙ্কাকান্ড' নিয়ে ছোটদের দিয়ে একটি অ্যালবামও করেন, যা খুবই জনপ্রিয় হয়। তিনি অপূর্ব দত্তকে নিয়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। অপূর্ব দত্তর কথায় কথায় কৌতূকের কথাও তিনি বলেন। পরে বাচিক শিল্পী হিসাবে বলেন, আবৃত্তিতে প্রাণের তাগিদ থাকা চাই। অনুভব ও প্রকাশের ভঙ্গির মিল থাকা চাই। অপূর্ব দত্তর লেখার সম্বন্ধে আরও বললেন তাঁর রচনা মানুষের সমাজের কথার সাথে থাকে প্রকৃতির কথাও। তিনি শোনালেন অপূর্ব দত্তর বিখ্যাত কৌতূকপূর্ণ কবিতা 'ক্রিকেট ক্রিকেট' সহ আরও কিছু কবিতা ও ছড়া— অনবদ্য পরিবেশনা। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আরও বললেন লেক রোডের সাহিত্য সংস্কৃতি সমৃদ্ধ পি–৭৮ লেক রোড ভবনের সাথে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়ের কথা। একই কথা বলেন অপূর্ব দত্ত। শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেনও বললেন দুই 'প্রতিভা'র সাথেই তাঁদের বহুদিনের পরিচয়ের কথা। বিশেষ উল্লেখ্য, এদিন অপূর্ব দত্ত তাঁর ভাষণে আরও একটি কথা বললেন— প্রথম ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করা, প্রথম ঘড়ি পড়ার মতন, আজ 'ব্যাঙ্গমা রত্ন' সম্মান পাওয়া তাঁর কাছে 'চিরকালের পাওয়া' হিসাবেই মনে থাকবে... এদিন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কেও সংবর্ধনা জানানো হয় পুষ্প স্তবক, মিষ্টির প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে। এদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন বহু গুণী সাহিত্যিক— সুকুমার মন্ডল, তারাশঙ্কর দত্ত, দীনেন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ। ছিলেন উপস্থিত শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

অন্যদিকে এদিন আসরে প্রথম থেকে শেষ অবধি চা সহ নানান খাদ্যবস্তু পরিবেশিত হতে থাকে ঠিক যেন 'ওয়াটার অব ইন্ডিয়ার'–র ম্যাজিক!

সংযোজন : 'সহিত থেকে এসেছে সাহিত্য' বললেন কবি অপূর্ব দত্ত।

শতবার্ষিকী কোপাতে

মেসির হাতেই কাপ দেখছে বিশ্ব

প্রদীপ্ত দাস

কোপা আমেরিকার মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে গতবছর ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে উড়িয়ে দিয়ে কাপ ঘরে তুলেছিল চিলি। বিশ্বকাপ ফাইনালেও একইভাবে আশাভঙ্গ হয়েছিল আর্জেন্টিনার। সব থেকে বড় কথা এই মুহূর্তে ফুটবলবিশ্বের সেরা তারকা হয়েও লিওনেল মেসি কিছুতেই জিতে নিতে পারেন নি এই দুটি মেগা ইভেন্ট। যদিও বিশ্বকাপের তুলনায় কোপা অনেকটাই নগণ্য। তাও লাতিন আমেরিকার ঘরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচারে কোপা আমেরিকার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। বিশ্বকাপের পরে সেই কোপাতেও নীল-সাদা রথ থেমে যাওয়ায় দারুণভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন মেসি। বন্যেরা বনে সুন্দরের ধাঁচেই মেসি যে শুধুমাত্র ক্লাব ফুটবলেই সেরা এমন কথাও উঠে এসেছিল বিশেষজ্ঞদের মহলে। সেই যাবতীয় অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার বড় সুযোগ আর্জেন্টিনা তথা মেসির সামনে এবার বয়ে নিয়ে এসেছে শতবার্ষিকী কোপা কাপ। এখন পর্যন্ত সেন্টিনারি কোপাতে মেসির পা যে কথা বলছে তা বলাইবাহুল্য। পানামা দিয়ে যে ঝড় শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকল এবারের প্রথম সেমিফাইনালেও। আয়োজক দেশ আমেরিকা পুরো টুর্নামেন্টে বেশ নৈপুণ্যের ছাপ রাখলেও আর্জেন্টিনার কাছে কার্যত গুড়িয়ে গেল মেসি ম্যাজিকে। ৪-০ আমেরিকা বিজয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে একটিমাত্র গোল করলেও পুরো দলকে কিভাবে চাগাতে হয় তা এদিন দেখিয়ে দিলেন মেসি। নিজে দলের দ্বিতীয় গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়ে উঠলেন। বাতিস্তুতার রেকর্ড ভেঙে ৫৫ টি আন্তর্জাতিক গোলের মালিক হলেন লিওনেল। চিলিকে ফাইনালে পাওয়া মানে প্রতিশোধের সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রত্যাশামতোই কলম্বিয়াকে ২-০ হারিয়ে ফাইনালে চলে গেল চিলি। লাতিন দেশগুলিতে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার যে গৌরব এখন তাতে ভাগ বসাতে শুরু করেছে চিলিও। মেসি দেশের হয়ে ফ্লপ, ক্লাব ফুটবলেই তিনি বাদশাহ এমন যে প্রবাদ ফুটবল বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছে এখন তা মোচন করার গুরুভার স্বয়ং এই বাঁ পায়ের জাদুকরের পায়ে। এমনকি মেসি যে দেশের হয়ে সফল হন না এই হাওয়ায় গা ভাসিয়েছেন স্বয়ং দিয়েগো মারাদোনা। কোপা শুরুর পর তার এই মন্তব্য কার্যত ঝড় তুলেছে আর্জেন্টিনা জুড়ে। আর তারপর থেকেই কার্যত ঝিলিক দেখাতে শুরু করেছেন মেসি। এমন একটা সময়ে কোপা ফাইনালে নামতে চলেছেন মেসি যখন তার ঠিক ৩০ বছর আগে এই জুন মাসেই বিশ্বকাপ জিতেছিল মারাদোনা বাহিনী। দিয়েগোর পাশে সেবার যেমন জ্বলে উঠেছিলেন বুরুচাগা-ভালদানোরা, তেমনই এবার মেসির পাশে যথেষ্ট সপ্রতিভ হিগুয়েন, দি-মারিয়া, লাভেজ্জিরা। হিগুয়েন তো আমেরিকার সঙ্গে সেমিফাইনালে দলের হয়ে জোড়া গোলও করেছেন। ১৯৮৬-এর সেই দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোর সঙ্গেও যেন খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এবারের প্রশিক্ষক মার্তিনের। একদিকে বিশ্ব ফুটবলে ইউরোপে যদি জার্মান রাজ চলতে থাকে তবে নিঃসন্দেহে লাতিন আমেরিকার সেরা আর্জেন্টিনা। বিশেষ করে ব্রাজিলের অফ ফর্ম চলতে থাকায় আর্জেন্টিনার কাঁধেই চেপেছে লাতিন ফুটবলের সম্মান। এই জায়গা থেকেই পরীক্ষা মেসির। মারাদোনার সমালোচনা তাকে যে ব্যাপক তাতিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা শচীনের মুখে বিরাট কোহলির সমালোচনার মতো। বুদ্ধিমান শচীন অবশ্য উত্তরসূরী বিরাট সম্পর্কে ইতিবাচক কথাই বলেন বারংবার। কিন্তু মারাদোনা কেন তাঁর দশ নম্বর জার্সির উত্তরাধিকারী সম্পর্কে এতটা বিরূপ তা বোধহয় ফুটবল দেবতাই জানেন। যাবতীয় সমালোচনা বিতর্ককে তাঁর চুলচেরা ফ্রিকিকের মতোই নেটের ভিতরে পাঠাতে বদ্ধপরিকর মেসিও। বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নটাকে তিনি পোষণ করে রেখেছেন অনেকদিন ধরেই। গতবার শেষ ল্যাপে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তাই সেই অধরা বিশ্বকাপ ঘরে আনার আগে যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষায় উতরে যেতে চাইছেন ফুটবলের এই নবতম জাদুকর। তাকে চাগিয়ে তুলতে ইউরোপীয় ফুটবলে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাই যথেষ্ট। বিশ্ব সেরার লড়াইয়ে মেসির প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডো হাঙ্গেরির সঙ্গে ম্যাচে যেভাবে জোড়া গোল করেছেন তা নির্ঘাত মেসিকে ব্যাপকভাবে উদ্দীপ্ত করবে। এই জায়গা থেকেই হয়তো চিলি বধের অন্তিম স্ক্রিপ্ট রচিত হবে। যা দেখার অপেক্ষায় শুধু আর্জেন্টাইন সমর্থক নন, তামাম ফুটবলপ্রেমীও। কলকাতার অলিগলিতেও মেসির ছবি সম্বলিত নীল-সাদা জার্সি ঝুলতে শুরু করেছে। সবমিলিয়ে এক বোধনের আবহাওয়া।

জুনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া এখন খালাসি

মলয় সুর

চারবারের মিস্টার বেঙ্গল এবং ১৯৯০ সালে দার্জিলিংয়ে জুনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া হন স্বপন পাল। বর্তমানে তার হাল শুনবেন। তিনি এখন মালবাহী লরিতে খালাসির কাজ করেন। এছাড়া সময় পেলে তারকেশ্বর লাইনের ট্রেনে হকারিও করেন এই যুবক। তাঁকে সংসার চালাতে মুটেগিরি পর্যন্ত করতে হয়। এমন কি বছরে কয়েকমাস চাষবাসও করেন তিনি। স্বপন পালের জীবনের গল্পটা অনেকটা লড়াকু নায়কের মতো। দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। সেই সময় তাঁর হাতে মিস্টার ইন্ডিয়ার পদক তুলে দেন তৎকালীন জিএনএলএফ সুপ্রিমো সুভাষ ঘিসিং। তবু আজও অনেক আশা নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন অন্য ধরণের জীবনযুদ্ধ। তিনি বললেন, শরীর আমার মন্দির। সৎভাবে জীবনযাপন করি। আমার স্ত্রী কাকলিও আমায় সবসময় প্রেরণা যোগায়। ছেলেমেয়ে এখনও পড়াশোনা করছে। ওদের খরচ চালাতে নাকাল হয়ে যেতে হয়। গ্রামের ছেলে। কাকে ধরলে চাকরি পাওয়া যাবে এসব কিছুই জানা নেই। আর সেজন্যই এখনও আমার কোনও চাকরি জুটল না। অথচ আমার মতো খেতাব না জিতেও অনেকেই চাকরি পেয়েছেন। স্বপন পাল হুগলির নসিবপুর ইউনাইটেড স্পোর্টিংয়ের হয়ে ফুটবল খেলা শুরু করেন। এরপর যোগ দেন রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাবে। কিন্তু বেশিদিন টিকে থাকতে পারেন নি। অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। ফুটবল বুট কিনে দেবেই বা কে? এরপর নসিবপুরে ক্যারাটে শেখাতে আসা দেবেন সিংহ রায়ের কিছুদিন তালিম নেন। তাও সাফল্যের মুখ দেখল না। এক এক করে তাঁর জীবনের সব স্বপ্ন কর্পূরের মতো উবে যেতে শুরু করে। তাও তিনি প্রতিদিন শেখা জিনিসগুলির চর্চা চালিয়ে যেতেন অদম্য জেদে ভর করে। এই সময়ই তাঁর বন্ধু বিশ্বনাথ দাস তাকে শেওড়াফুলিতে এক বডি বিল্ডারের কাছে নিয়ে যান। তিনি হলেন ভারতশ্রী দামোদর চট্টোপাধ্যায়। স্বপনকে দেখে দামোদরবাবু বলেন, 'তোমার যা শরীর, তাতে বডি বিল্ডিং হবে'। এরপর তার কাছেই নিয়মিত বডি বিল্ডিং চর্চা শুরু করেন স্বপন। পাঁচ বছর একনাগাড়ে অনুশীলন করে আখ্যা পান মিস্টার বেঙ্গল। চারবার এই খেতাব জিতে হয়ে ওঠেন জুনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া। স্বপ্নটা হাতের মুঠোয় এসেও আবার ছিটকে গেল। মায়ের

ক্যানসার ধরা পড়ল। মায়ের চিকিৎসা করার জন্য নিজের যাবতীয় স্বপ্নকে দূরে সরিয়ে শুরু করলেন খালাসির কাজ, ক্ষেত্রবিশেষে হকারিও। উনিশ বছর শরীর চর্চা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন আবার ব্যায়াম করা শুরু করেছেন। বর্তমানে সিঙ্গুর জলাঘাটা কিশোর সংঘ ক্লাবে প্র্যাকটিস করছেন। বডি বিল্ডিংয়ে প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন। তাঁর লড়াকু মনটা এখনও বেঁচে রয়েছে সুপ্ত বাসনা নিয়ে। আজকের ফুটবলার বা ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, এরা যদি আমাদের কাছে তালিম নিয়ে খেলা চালিয়ে যায় তাহলে চোট আঘাতের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে , দীর্ঘায়িত হবে তাদের ক্রীড়া জীবন।

বিশ্ব যোগদিবসে সামিল হয়েছিলেন ভারতীয় সেনা সুরক্ষা বলের জওয়ানরাও। সীমান্তে পাহারা নিশ্ছিদ্র করে তুলতে যোগের বিকল্প নেই বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- আরাবল্লী পর্বতশৃঙ্গ কোথায় অবস্থিত?
- পাকিস্থানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
- বাইবেল কথাটির মূল অর্থ কী?
- কোন পতঙ্গ মানুষের কাছে সব থেকে বিপদজনক?
- মনসুর আলি খান পতৌদি যখন ভারতের টেস্ট ক্রিকেটের অধিনায়ক হন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

গত সংখ্যার উত্তর

- বিহার আর পশ্চিমবঙ্গ।
- থিবাও।
- ফ্রান্স (পাইরি এবং মেরি ক্যুরে)।
- ১৯৩০।
- লন্ডন ইউনিভার্সিটি ১৮৮৭।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ২৫-১ তারিখের মধ্যে

আস্থা

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

সেই ক্লাস ওয়ান থেকে নিশীথ প্রতিটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আর কৃষ্ণদুলাল হয় প্রথম। নিশীথের ঠাকুরমা বলতেন, তোরা তো ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে পারিস না, তাই তোদের এই অবস্থা। নিজে তো চেষ্টা করতেই হবে কিন্তু তার সঙ্গে আস্থা রাখতে হবে ঈশ্বরের উপর। ওনার কৃপা হলে এমন কিছু ঘটবে যে তুইও পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবি। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন তোকে সাহায্য করতে। কিন্তু মনের মধ্যে সেই আস্থাটা আনতে হবে।

ঠাকুরমা অনেকবার বলেছেন, তোরা পরীক্ষার আগের রাতে অত রাত অব্দি পড়াশুনা করিস কেন? তোরা কি ভাবিস যে বেশিক্ষণ পড়লেই ভাল নম্বর পাওয়া যায়? পরীক্ষার আগে বেশি রাত জাগলে মস্তিষ্কটা উত্যক্ত হয়ে যায়, ফলে জানা উত্তর লিখতে গিয়েও ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য মোটামুটি প্রস্তুতি হয়ে গেলে ছেড়ে দিবি এবং

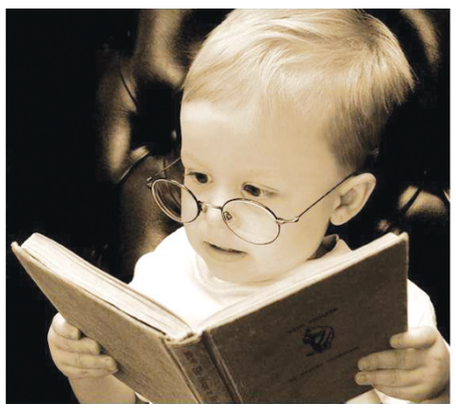

ভগবানে বিশ্বাস রাখবি যাতে পরীক্ষাটা ভাল হয়। দেখবি পরীক্ষা ভাল হবে।

মামা আবার একটু অন্যভাবে বলেন। উনি বলেন, পরীক্ষার আগের রাতে বেশি ঘুমুতে হয়। পরীক্ষার সময় ছাত্ররা অনেক পড়াশোনা করে। আয়ত্ত করা জ্ঞানগুলো মণিমুক্তোর সঙ্গে কল্পনা করা হয়, আর মস্তিষ্কের যেখানে ওগুলো প্রথমে রাখা হয় সে জায়গাটা একটু ঘোলাটে হয়ে যায়। পুকুরের জল ঘোলাটে হয়ে গেলে পুকুরের ভিতরের জিনিসগুলো জলের উপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। জলটা একটু থিতিয়ে গেলে ভিতরের জিনিসগুলো উপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। পরীক্ষার আগের রাতে বেশি ঘুমুলে মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায় এবং পরীক্ষার সময় সব স্পষ্ট মনে পড়ে যায়।

নিশীথ তাই ঠিক করল, এবার থেকে ঠাকুরমা আর মামার কথা মত চলে দেখবে ভাল ফলাফল করা যায় কিনা। সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার সময় দেখা গেল নিশীথ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

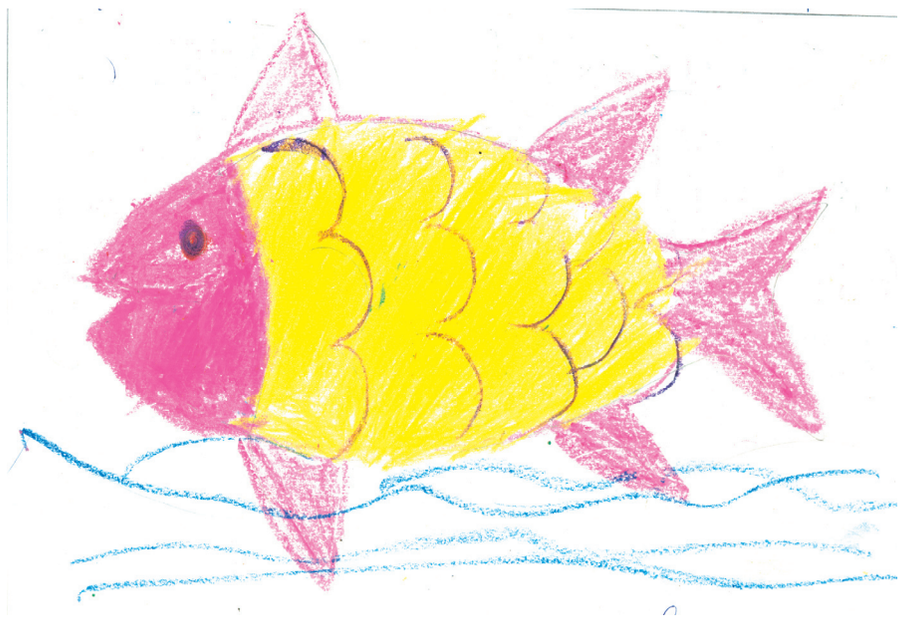

প্রতাপ দাসগুপ্ত, বিশেষ শিশু, নোবেল মিশন

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com